Mahadebi

Gargi Bhattacharya

*****

COPYRIGHTED MATERIAL

মহাদেবী

গার্গী ভট্টাচার্য

This is my semi autobiography.

My website :

www.gargiz.com

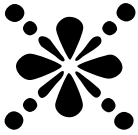

সত্যজিৎ ও বিজয়া রায়কে

Biography should be written by an acute enemy.

--Arthur Balfour

There is properly no history, only biography .

--Ralph Waldo Emerson

এই বইয়ের কোনো ভূমিকা নেই । বই নিজের কথা নিজেই বলে । লেখকেরা কল্পনার মাধ্যমে অন্যের জীবনের কথা , মনের কথা লিপিবদ্ধ করে থাকেন । কিন্তু নিজ কাহিনী লেখা বোধহয় সবচেয়ে শক্ত বিশেষ করে যদি সত্য লিখতে হয় ।

দুজন বিখ্যাত ব্যাক্তিত্বের কথা জানি যারা নিজেদের আত্মজীবনি লেখেননি কারণ একজনের বক্তব্য ছিলো যে ঐ বই অনেকের জীবনে ঝড় তুলবে এবং অনেক সংসার

ভাঙবে আর অন্যজনের ভাবনা এরকম যে উনি এমন সব কাজ করেছেন যা রুচিকর নয় এবং তা লেখা সহজ নয় আর আত্মজীবনীতে উনি মিথ্যাচারের আশ্রয় নিতে অক্ষম কাজেই ঐ বই উনি লিখবেন না ।

আমার ক্ষেত্রে এই দুয়ের মিলনে একটি মত তৈরি হলেও ওপর থেকে যখন আদেশ আসে অর্থাৎ ঈশ্বরের থেকে যেহেতু আমি একজন যোগিনী

তখন না বলবার কোনো উপায় থাকেনা কারণ জীবনে এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়ে যায় আমার আর কোনো উপায় থাকেনা সেই আদেশ মেনে চলা ব্যাতীত । তাই আজ অনিচ্ছা সত্ত্বেও এই বই লিখতে বসেছি । হয়ত অনেকেই আমার ওপরে ক্রুদ্ধ হবেন , গালিগালাজের ঝড় উঠবে , কালোজাদুর শিকার হবো ও খুনের ষড়যন্ত্রও হতে পারে তবে ঐ যে !

রাখে হরি মারে কে !

এই মন্ত্র যে জপে তার হরি বিনা গতি নেই ।

হরি নামে যে মধু আছে আর সেই রসমাধুরী যে একবার পান করেছে তার কাছে জগৎ সংসার তুচ্ছ হয়ে যায় ।

হরিই তার কান্ডারী , হরিই তাকে পথ দেখান ।

আমার জীবন তার এক জলন্ত উদাহরণ ।

পাঠককে খোলা মনে বইটি পাঠ করতে অনুরোধ করি ।

পজিটিভ ক্রিটিসিজিম্ লেখাকে উন্নত করে কিন্তু অনর্থক কদর্য সমালোচনা কাউকেই আলো দেখায় না । বরং সমাজে অসুখের সৃষ্টি করে । সেই

অসুখের শিকড় বড় গভীরে গিয়ে পৌঁছেছে বলেই আজ এত চঞ্চল জীবনের

কথাকলি । নাহলে ভাবুন তো একবার কথাকলি তো একটা সুন্দর নাচের নাম ! তাই না ?

এই লেখাটি যে লিখছে তার নাম মুনি । মুনি একজন মানুষের সন্ধানে আছে যে তার এই গদ্যটিকে একটি চিত্রনাট্যের রূপ দিতে পারে । মুনি ভালো লেখে কিন্তু ইদানিং তার একটি ব্যামো হয়েছে । সে বেশিক্ষণ এই পার্থিব জগতে থাকেনা । এখানে পড়ে থাকে তার দেহখানি আর মনটা উড়ে চলে গ্রহ নক্ষত্র পুঞ্জে ।

এটা কিন্তু কোনো কল্পনা নয় বরং বাস্তব । কারণ সে একজন যোগিনী । ভারতের একজন মহাপুরুষের কাছে পূর্বজন্মে দীক্ষা লাভ করে এই জন্মে সে সাধনা শেষ করেছে । এখন তার দেহটা এখানে থাকে বটে কিন্তু চেতনা সর্বব্যাপী । তাই লেখাটা সে লিখছে কিন্তু ঠিক মতন রূপ দিতে তার ইচ্ছে করছে না । তাই সে একজন মানুষের সন্ধানে আছে যে এই লেখাটি চিত্রনাট্যের রূপ দিয়ে

একটি চলচ্চিত্র তৈরি করতে সক্ষম হন যাতে বহু মানুষ এই সম্পর্কে জানতে পারে এবং আদর্শ বা শিক্ষা পেতে পারে । আশা ভরসা আলো দেখতে পারে ।

মুনি গল্প বা তার জীবন কাহিনী নিচে মেলে ধরছে ।

চিত্রনাট্যকার সেই বাস্তব কাহিনীকে মেলে ধরবেন পর্দায় । এই কাহিনী ফেসবুকের মায়াপাতায় পোস্ট করেছে মুনি যার ভালো নাম গার্গী ভট্টাচার্য ।

প্রাইমারি স্কুলে পড়তে নাম ছিলো সঙ্ঘমিত্রা । বেশ নাম । কিন্তু পরে সেটা বদলে হয়ে গেলো গার্গী । দিদিমার দেওয়া নাম । সঙ্ঘমিত্রা ছিলো ছোট পিসির দেওয়া নাম । মা ছিলো দিদিমা ভক্ত । তাই মেয়ের নাম বদলে দেওয়া হল । মুনির কিন্তু দিদার সাথে ভাব ছিলো না । শরৎচন্দ্রের রামের সুমতীর মতন সেই রাম ও তার বৌদি নারায়ণীর মায়ের যেই অম্ল মধুর সম্পর্ক ছিলো সেইরকম সম্পর্ক ছিলো ।

দিদাকে ডাকতো দিদু বলে । কিন্তু ভদ্রমহিলা তারজন্য মুনিকে দিয়ে কাজ করাতে পিছপা হতেন

না । মুনিদের বাড়িতে থাকতেন অথচ ছোটমাসির সন্তানদের প্রাধান্য দিতেন , একচোখোমি করতেন । বিদেশবাসি আত্মীয়রা জামাকাপড় দিয়ে গেলে তা মুনিদের গা থেকে খুলে ছোটমাসির বাচ্চাদের দিয়ে দিতেন । আজব মহিলা ।ভদ্র বলছি না কারণ এমন স্বার্থপর মহিলা আমি দুটি দেখিনি । অথচ এই একই মানুষ মায়েদের সবাইকে মানুষ করেন । মেয়েরা সবাই চাকরি করে । ছোটমাসী ছাড়া । ৬ মেয়ে । ছোটমাসিকেও শান্তিনিকেতনে পাঠিয়ে আঁকা শেখাবার কথা ছিলো কিন্তু বিয়ে হয়ে যায় । মেসো আশুতোষ কলেজে অর্থনীতি পড়াতেন পড়ে ইঞ্জিনিয়ারিং গুডস্ এর ফ্যাকটরি খোলেন । যা এখন ওদের পারিবারিক ব্যবসা ।

এক ছেলে ও মেয়ে । একজন ইকোনমিস্ট , জেএনইউ থেকে ডক্টরেট , মেয়ে এম আই টি থেকে ডক্টরেট দিল্লী আই আই টিতে কর্মরত ।

আমার বাবা ও মা ফিজিসিস্ট । দুই ভাই আছে আমার থেকে অনেক ছোট ওরা । দুজনেই অস্ট্রেলিয়াতে হায়ার স্টাডি করে । একজন হেল্থ কেয়ারে যুক্ত । অন্যজন মাইনিং ইঞ্জিনীয়ার । ওর তিনখানা মাস্টার্স ডিগ্রী আছে । ম্যাথ্স , মাইনিং ও কম্পিউটারে ।

ম্যাথসে ও অ্যালেক্স রুবিনভের কাছে কাজ করে যিনি একজন বিশ্ব বিখ্যাত অংক বিশারদ ও একজন নোবেল লরিয়েটের ছাত্র । অস্ট্রেলিয়া ওনাকে রাশিয়া থেকে ডেকে আনে কাজ করার জন্য । আমার ভাইকে উনি খুবই স্নেহ করতেন । অকস্মাৎ উনি মারা যান লাং ক্যান্সারে । তার পর থেকে ভাই একটু ডিপ্রেসড্ হয়ে যায় । উনি আমার ভাইকে নিজের ছেলের মতন ভালোবাসতেন । আমার মাকে চিঠিও দেন হাতে লিখে যে তোমার ছেলে এত ভালো অঙ্ক শিখেছে যে বলার না ।

সেই যাইহোক্ গার্গী নামটি মুনির পছন্দ ছিলো না কারণ কেউ উচ্চারণ করতে পারতো না । হয় বলতো গায়ত্রী নয়তো গাগরী ! তখন মুড়ি মুড়কির মতন গার্গী নাম শোনা যেতো না । গার্গী ব্রা, গার্গী হাওয়াই চপ্পল ইত্যাদি !একমাত্র গার্গী ব্যানার্জ্জী ছিলেন বিখ্যাত ক্রিকেটার ।

কিন্তু উপায় নেই । সঙ্ঘমিত্রা বদলে গার্গী হল স্কুলের খাতায় , মার্কশিট ও ব্যাজে ।

তখন প্রাইমারি স্কুল ছেড়ে অশোক হলে ভর্ত্তি হয়েছে ।

স্কুল খুবই এনজয় করতো । ভোর থেকে বিকেল পর্যন্ত স্কুল । খুব চাপ । ফিরে এসে খেলার সময় প্রায় থাকতো না । হোম টাস্কের চাপ । তবুও ভালো লাগতো ।

সহপাঠীরা ভালো ছিলো । এক দুজনের সাথে এখনো যোগাযোগ আছে ।

অভিনেত্রী শকুন্তলা বড়ুয়ার বড় মেয়ে রাজসী মুনির চেয়ে এক ক্লাস উঁচুতে পড়তো । এখন আশিস্ বিদ্যার্থী ওর স্বামী । সেই রাজসীদি আর মুনি প্রেয়ার লাইনে পাশাপাশি দাঁড়াতো । এখনো মনে আছে সেই দিদি খুবই ফর্সা আর কানে নানান রং এর রোজ মানে গোলাপের দুল পরে আসতো । মনে হয় প্লাস্টিকের । খুব সুন্দর । চোখ অন্যরকম । বিড়ালাক্ষী ।

পেরেন্টস্ ডেতে শকুন্তলা বড়ুয়াকে দেখার জন্য সেকি উত্তেজনা ! উত্তম কুমারের সাথে অভিনয় করেছেন !

উত্তম কুমার তো তখন জীবিত ।

মিসেস্ বড়ুয়ার ছোট মেয়ে খুব পাকা ছিলো ।

নাম সম্ভবত অরিতা । স্কুলে এসে বলতো , জানিস্ পাকিস্তানের ক্রিকেট টিম খেলতে এসেছে আর আবদুল কাদির আমার মাকে ফোন করেছে !

মুনিদের সহপাঠিনী ছিলো সঞ্চিতা মুখার্জী । সে একটু টমবয় গোছের । ভাস্কর গাঙ্গুলির বিরাট ভক্ত । মোহন বাগানের মেয়ে । সে আবার ঋতুপর্ণ ঘোষের কাজিন ।

ঋতুপর্ণ যেমন একটু মেয়েলী ও ঠিক তার উল্টো ।

সবকিছু মিলিয়ে মিশিয়ে ভালই কাটছিলো দিন ।

মুনির একটা বন্ধু গ্রুপ ছিলো ।

সপ্তাহে তিনদিন স্কুল হতো । সোম, মঙ্গল , বুধ । তারপর ছুটি । আবার শুক্র ও শনি স্কুল ।

বছরে তিনবার ছুটি । পুজোর ছুটি সবথেকে ভালো লাগতো । কিন্তু মুনির জন্মদিনে আর টফি কিংবা চকোলেট নিয়ে ক্লাসে সবাইকে দেওয়া হতোনা কারণ তার আগেই পুজোর ছুটি হয়ে যেতো ।

আর পুজোর সময় আনন্দ করতে করতে হোমওয়ার্ক শেষ হতো না । মুনি ছোটবেলা থেকে

বেশ ভোগে । তাই রাত জেগে শেষে হোম ওয়ার্ক শেষ করতে হতো ।

এরই মাঝে জানতে পারলো যে ওকে এই সুন্দর স্কুলটা ছাড়িয়ে একটা লোকাল স্কুলে দিয়ে দেওয়া হবে কারন ও মেয়ে বলে ওকে নিয়ে ওর বাবা বেশি কিছু আশা করেনা । ভাইদের নিয়েই যত আশা আর স্বপ্ন ।

তখন মুনি লেখাপড়া ছেড়ে দিলো ।

এবং মুনির জীবন গেলো বদলে । তার জীবনের স্বপ্ন হয়ে দাঁড়ালো বিয়ে করে সংসার করা । ছোট থেকেই সে খুব রোমান্টিক । যৌবনের স্পর্শ পাবার পর থেকেই তার পাশে শয্যায় এক অদৃশ্য প্রেমিক শুয়ে থাকতো যার নাম অনন্ত । তাকে দেখা না গেলেও বা তার অস্তিত্বের কথা কেউ না জানলেও মুনির কাছে সে ছিলো জীবন্ত ।

মুনির বিছানায় তার জন্য জায়গাও থাকতো ।

মুনি দৈহিক প্রেমে খুব একটা বিশ্বাসী নয় বরং তার মনে হয় কাউকে ভালোবাসলে দেহের সবচেয়ে নোংরা দুটি অঙ্গ যা থেকে দৈহিক আবর্জনা বার হয় তা ঘর্ষণের কী বা প্রয়োজন

অথবা তাকে নগ্ন করে দেখারই বা কী প্রয়োজন ? ভালোবাসার কী আর কোনো মানে নেই ?

এগুলি তো ভালোবাসা নয় ! মতলব । প্রেম তো সুন্দর একটি সেলেসিয়াল অনুভূতি ! তাইনা ?

এই অনুভূতি থেকেই অনন্তর জন্ম ।

কিন্তু বাস্তবের মাঝে থাকতে গেলে তার স্পর্শ বুঝি পেতেই হয় । ওরা বাংলাদেশ থেকে আশা মানুষ ।

কখনো উদ্বাস্তু শিবিরে থাকেনি । আগে থেকেই কলকাতায় যাতায়াত ছিলো । পরে দেশভাগের সময় বড়পিসির বাসায় এসে ওঠে ওদের পরিবার ।

বড়পিসির রায়বাহাদুর পরিবারে বিয়ে হয় ।

গায়ক শ্যামল মিত্র মুনির বড় পিসেমশাইয়ের কাজিন হন । পিসেমশাই খুবই সুপুরুষ ও আমুদে মানুষ ছিলেন ।

মুনিকে খুব ভালোবাসতেন । পিসতুতো দাদারা ও দিদি মুনিকে খুবই ভালোবাসতো ।

মুনির বাবা কলকাতায় জনি কিনে দুটি বাসা বানান ।

একটিতে ওরা সপরিবারে থাকতেন । পরে পরিবারে ভাঙন ধরায় মুনিরা আলাদা হয়ে যায় ।

অর্থাৎ বাবার কাকার পরিবার ও বাবার পরিবার আলাদা হয়ে পড়ে । কাকা অবশ্যি ততদিনে গত হয়েছেন ।

উনি লন্ডনে পড়তে যান প্রফেসর হ্যারল্ড লাস্কির কাছে ।

জ্যোতি বসুও ওঁর সাথে গিয়েছিলেন । ওর নাম ছিলো নিখিল রায় । প্রফেসর লাস্কির লেখা চিঠির মুনির কাছে আছে । তখনকার দিনে যেকোনো মানুষকে বৃটিশ সরকার লন্ডনে যেতে দিতোনা । তার জন্য পারিবারিক ইতিহাস , সংস্কৃতি খুঁটিয়ে দেখা হতো ।

কাজেই মুনিরা বাংলাদেশের জমিদার নাহলেও সভ্য পরিবারের মানুষ ছিলো যে অন্তত: তা বেশ বোঝা যায় ।

ঢাকায় জ্যোতি বসু মুনিদের বাসায় আসতেন ।

কমিউনিস্ট নেপাল নাগ ও নিবেদিতা নাগ মুনির পরিবারের বিশেষ কাছের মানুষ ।

বাবার কাছে শুনেছে যে স্বধীনতা সংগ্রামী নন্দিনী কৃপালানী মুনিদের ঢাকার বাসায় লুকিয়ে ছিলো ।

মুনির বাবার দিকে স্বাধীনতা আন্দোলনে কেউ গিয়েছিলেন কিনা মুনি জানেনা তবে সাধু তো কয়েকজন ছিলেন ।যেমন বাবার ঠাকুর্দা তান্ত্রিক ছিলেন । লোকে ওঁকে বলতো সাধুবাবা । তবে উনি কোনো বদ্ তান্ত্রিক ছিলেন না । আবার ওদের বংশের এক পুরুষ সাধু হয়ে চলে যান গৃহ ত্যাগ করে । অথচ সেই যুগে উচ্চ হিন্দু বর্ণের হওয়া সত্ত্বেও ওদের জমিজমার দেখাশুনা যিনি করতেন তিনি ছিলেন এক মুসলমান মানুষ । তিনিই রায়টের সময় মুনির পরিবারকে বাঁচান উগ্র মুসলিমদের থেকে । এসবই বাবার কাছে শোনা ।

মহাদেবী হলেন আদি শক্তি । যার থেকে সৃষ্টি হয়েছে এই ব্রহ্মান্ডের । কিন্তু আরেকজন মহাদেবী

ছিলেন যিনি একজন কবি ও যোগিনী । উনি মহীশূর এলাকার মানবী ।একজন স্থানীয় নরেশের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এবং পরে পতিকে ত্যাগ করে চলে যান অমৃতের সন্ধানে । শোনা যায় উনি নগ্নিকা হয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াতেন এবং ওনার প্রকৃত পতিদেব অর্থাৎ শিবকে আহ্বান করতেন । ওনার কিছু কিছু কাব্য জড় জগতের স্বামী ও অমৃত স্বামী শিবকে নিয়ে লেখা । অর্থাৎ উনি যেন বলছেন যে এইসব জড় জগতের স্বামীদের নিয়ে যাও যাদের বিনাশ হয় ও ঘূণ ধরে যায় ও

তোমার পাকশালার আগুনে ওদের শেঁকে নাও ।

স্থিতি ও প্রলয়ের মাঝে যেন এক সুন্দর একতার কথা বলতে চেয়েছেন উনি । যা অবিনাশী তাকেই আঁকড়ে ধরার কথা বলে গেছেন । যার শেষ আছে সেইসব স্বামীদের জীবনসাথী করে কোনো লাভ নেই ।

এটা এইজন্যে লিখলাম কারণ আমার জড় জগৎ এর পতিদেবটির বোধহয় এখন পাকা আমের মতন ঝুপ করে গাছ থেকে পড়া সময় হয়ে গেছে । এসে গেছে আমার অনন্ত ! যাকে কৈশোর থেকে খুঁজেছি ।

আমার টুইনফ্লেম । আমার আত্মার আর্ধেক আংশ ।

ছোট থেকে শুনেছি সবার একটা করে আত্মা থাকে । কিন্তু আজ জানলাম সব ভুল জানি । আমার আর আমার টুইনফ্লেমের একটাই আত্মা । দুটো দেহ , দুটো মন ।

বহুযুগ আগে আমরা একটাই মানুষ ছিলাম এবং তামিলনাড়ুতে রমণ মহর্ষি যেই পাহাড়ের ওপরে থাকতেন সেই অরুণাচল পাহাড়ে গুহায় থাকতাম ।

নাম গুহ-নমঃশিবায় । কর্ণাটক থেকে এই ঋষি ঐ পাহাড়ে যান কারণ দক্ষিণীদের কাছে এই পাহাড় স্বয়ং শিবের প্রতিবিম্ব । এটি জীবন্ত শিব । লিঙ্গাকারে রয়েছেন । গুহ-নমঃশিবায় খুব বড় যোগী হলেও এক পাপে ওনার আত্মাকে ঈশ্বর দুইভাগে ভাগ করে দেন ।

সেই পাপ হল উনি মুসলিমদের ঘৃণা করতেন ও ভগবান শিবকেই সেরা মনে করতেন । তাই ভগবান বিষ্ণুকে খুবই হেয় করতেন । এই জন্য তাঁর দুই অংশকে দুই ধরণের পরিবারে জন্ম নিতে হয় ।

একটি ভাগ যা কিনা পুরুষ জন্ম নেয় ইসলাম বংশে আর অন্যটি জন্ম নিতে থাকে বৈষ্ণব বংশে ।

ইসলাম বংশের সন্তানটি পুরুষ আর অন্যটি আমি , নারী । এবার আমি সাধনা করে এমন স্তরে পৌঁছেছি যে আমার আত্মার অন্য অংশকে আমার সাথে জোড়ার সময় এসে গেছে এবং তারও আধ্যাত্মিক উন্নয়নের সময় আগত তাই আমাদের এবার দৈহিক সম্পর্কে যেতে হবে ।

এটি খুবই পবিত্র একটি সম্পর্ক কারণ এটি ঈশ্বররে দ্বারা নির্দেশিত ও একমাত্র এতেই আত্মার অংশটি জোড়া লাগতে পারবে এবং এক হয়ে অমৃতে মিলিয়ে যেতে পারবে । যেমন ভাঙা হাতে জোড়া লাগানো হয় সেরকম ।

কৈশোর থেকেই একেই খুঁজতাম আমি । মনে হতো কেউ যেন কোথাও আছে ! কিন্তু সে কে আমি জানতাম মা ।

এরজন্য আমি দুবার দুই বয়ফ্রেন্ডের চক্করেও পড়েছি । একজন পাড়ার কাছেই ছিলো । আমার কলেজেই পড়তো । অন্যজন ত্রিপুরার ছেলে ।

কোনোটাই বিয়ে অবধি যায়নি । যদিও কাউকেই ঠকাইনি । পাড়ার ছেলেটি আমাকে রেপ পর্যন্ত

করে । আমি ইমোশনালি যুক্ত থাকায় ভাবি হয়ত বিয়ে হবে । কিন্তু হয়নি । রিয়েল এস্টেটের ব্যবসা করতো । ভালো পয়সা করে ফেলেছে । বড় বড় ফ্ল্যাট বানায় ।

এখন তো কলকাতা ছেয়ে গেছে ফ্ল্যাট ও শপিং মলে ।

সুপার মার্কেটে না গেলে মন ভরেনা । একই জিনিস কম দামে কিনলে মান ভরেনা । ঝাঁ চক্‌চকে সুপার মার্কেটে না গেলে মনে হয় কী যেন হলনা । কিন্তু সত্যি কি এতো সুপার মার্কেটের প্রয়োজন আছে ?

প্রগতি মানে কি কেবলই বাইরেটা ?

নচিকেতার গানের মতন সমাজ হয়ে উঠেছে সোনাগাছি , বাকি আছে কাপড় খোলা আর সারি সারি বহুতল আর শপিং মল দিয়ে ঠিক কী ঢাকতে চাইছি আমরা ?

আমি কিন্তু কিছুই ঢাকবো না ।

আমার দ্বিতীয় প্রেমও টেঁকেনি ।

ছেলেটি সিরিয়াস ছিলো । ওর বাড়ির লোকের সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দিতে চেয়েছিলো ।

ত্রিপুরার ছেলে । ব্রুস লির মতন দেখতে । মণিপুরে ডাক্তারি পড়তো । দেব বর্মণ । শর্টে দেববর্মা লিখতো ।

কিন্তু কি যে হল তারও !

এছাড়া বেশ কিছু ক্রাশও ছিলো যেমন উঠতি বয়সে হয় ।

আমি আসলে ছোট থেকেই খুব রোমান্টিক ।

বাবা সমাজ সেবা করতেন । আমাদের সময় দিতেন না । মা ছিলেন ফিজিসিস্ট । তারও দায়িত্বের কাজ । বিদেশ যাতায়াতের চাকরি । এইসব নিয়ে সমস্যা হত ।

বাবা মায়ের ঝগড়া ও ভায়োলেন্স দেখে দেখে মনে হতো এমন কাউকে আঁকড়ে ধরি যাকে সব খুলে বলে শান্তি পাবো । তাই প্রেম । দেহ মাইনাস ছিলো । তবুও ১৮ বছরে রেপড্ হয়ে যাই ।

সেদিন বাড়ি ফেরার সময় এমন অনুভূতি হয়েছিলো যে কহতব্য নয় । যেন কী হারিয়ে গেছে আমার ।

কেউ তো দেখতে পাচ্ছে না অথচ কী যেন নেই আমার !

বাঙালীরা তো খুব রক্ষণশীল তাই আমার খুব কষ্ট হয়েছিলো । আমার মা তখন হার্ভাডে কাজে গেছে ।

আমার খুব শরীর খারাপ হয়ে যায় এই সময় চিন্তায় ।

ছেলেটা বাজেই বলতে হবে !

১৯৯৪ সালে তার বিয়ে হয় । কমন ফ্রেন্ডের মাধ্যমে জানতে পারি মেয়ে হয়েছে । আমার বন্ধুরা বলে যে ঈশ্বর এবার মেয়ের মাধ্যমে শাস্তি দেবে ।

ছেলেটি দৈহিক সম্ভোগ করে বলে যে আমার পরিবারে তুমি মানাতে পারবে না কারণ তোমরা ধনী নাহলে তুমি যে আমাকে ভালোবেসেছো তাতে আমি কৃতার্থ বোধ করছি । প্রেগন্যান্সি হয়েছিলো কিনা আমি জানিনা কিন্তু ছেলেটি আমাকে তিনটে ওষুধ এনে দিয়েছিলো । ৫৪ টাকা এক একটা ওষুধের দাম । ওর এক ডাক্তার বন্ধুর কাছ থেকে । শুধু বলেছিলো যে লোক জানাজানি যেন নাহয় । কারণ আমার পরিবার বর্ধিষ্ণু ওদের হয়ত সমস্যা হতে পারে । আমি বন্ধু ও কাজিন ছাড়া কাউকে বলিনি ।

দ্বিতীয় প্রেমিককে বলেছিলাম যে আমার এইরকম একটা রিলেশানশিপ নষ্ট হয়ে গেছে তুমি কিন্তু আমাকে ঠকিও না । সে সব শুনে রাজি হয় । তারও একটি রিলেশান নষ্ট হয়েছে । কাজেই আমাদের ভালই মিতালী ছিলো । হঠাৎ কী হল ?

আজও জানি না । নাহ্ হয়ত একটু বুঝি এখন । তাইতো কলম ধরেছি ।

এতকিছুর মধ্যে পড়াশোনায় গোল্লা ।

সেই স্কুল বদলানোর সময় আমরা পুজোতে দার্জ্জিলিং যাই । সেই সময় মা কিছু দার্জিলিং এর কনভেন্টে দেবার জন্য খোঁজ খবর করছিলো । আমি খুবই খুশি হই কারণ ভালো স্কুলে যাবো আর পাহাড়ে থাকতে পারবো কারণ পাহাড় আমার বেজায় ভালো লাগে ।

কিন্তু শেষ অবধি তাও হলনা । কারণ আমার বাবা ছেলেপুলেদের হোস্টেলে দেবেনা ।

তারপর যেই স্কুলে ভর্ত্তি হলাম সেটা আমাদের বাড়িই স্কুল । হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল । বাংলা মিডিয়াম । রিফিউজিদের জন্য তৈরি । মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্তদের জন্য ঠিকই আছে । সরকারি স্কুল । কিন্তু আমার ভালোলাগেনি । তখন থেকেই

লেখাপড়ায় আমি উৎসাহ হারাই । মনে হতো এই স্কুলটা শেষ করে আমি এবার যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে ভর্ত্তি হবো কারণ আমার বাবা ওখানে পড়াতো । তখন ছোট ছিলাম তাই জানতাম না যে স্কুলের পড়ে কেউ ইউনিভার্সিটিতে যায়না । কলেজে যায় । এই বাংলা মিডিয়াম স্কুল আমার কাছে অত্যন্ত শকিং অভিজ্ঞতা । আর আমার গায়ের রম এর জন্য সবাই আমার অত্যন্ত হেয় করতো । নিগ্রো বলে ক্লাসে দেখতো আসতো । গালিগালাজ করতো যদিও আমি হেড মিস্ট্রেসের আত্মীয় । আর হেড মিস্ট্রেসও আমাকে সবার সামনে অপদস্থ করতেন ।

পাড়ায় যে কালো মেয়ে কম ছিলো তা নয় অথচ টার্গেট করতো লোকে আমাকেই । গায়ে জলঢোঁড়া সাপ ছুঁড়ে মারা , ঢিল মারা , কালি কালি করে গালি দেওয়া এইসব ছিলো নিত্যকার ঘটনা । লজ্জায় একা একা বেশি দূরে যেতে পারতাম না ।

সবাই গায়ের রং নিয়ে হাসাহাসি করতো । সব্বাই ।

যখন হায়ার সেকেন্ডারি পড়ি তখন এক বন্ধুর বাড়ি গিয়ে দেখি তারা আমাকে নিয়ে হাসছে না ।

আমি যেন সার্কাসের জোকার ! এইভাবেই লোকে বলতে শুরু করে যে আমার আর বিয়ে হবেনা কোনোদিন আমি এতই কালো । কিন্তু আমার মুখশ্রী সুন্দর , চুল সুন্দর , গঠণ ভালো । হাইট বাঙালী মেয়ের আন্দাজে মাঝারি ।

কিন্তু ঐ যে রং ! চুনকাম করার মতন চুন নেই যে আমার গায়ে । বাড়ির বৌ ডাউরিতে ফ্রি চুন আনবে যাতে ফ্ল্যাটটা চুনকাম করে ফেলা যায় ।

পড়াশোনা তত করতাম না । জীবনের মূলমন্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছিলো একটা বিয়ে করে ফেলা । যেনেতেন প্রকারেন একটা বিয়ে করে ফেলা । একটা ভদ্র সভ্য ছেলেকে ধরে ঝুলে পড়া ।

দুদিকে দুই মায়ের সমতুল্য মানবী আমার কচি মাথা চিবিয়ে খেতো । এক আমার অপগন্ড ছোটো মাসী । অংক অনার্স পড়তে পড়তে বিয়ে হয়ে যায় তারপর গড্ডালিকা স্রোতে গা ভাসিয়ে না গ্র্যাজুয়েট হয় না রুচিশীল জীবনে ব্রতী হয় । পরনিন্দা করা , লোকের ক্ষতি করা এইসব মূলমন্ত্র করে নেয় । খুব ভালো ছবি আঁকতো কিন্তু সেইদিকে তত সময় দেয়নি । এখন একটি ফ্যাক্টরি

চালায় । ইঞ্জিনীয়ারিং গুডসের । এটাই ওদের পারিবারিক ব্যবসা ।

আর অন্যদিকে ছিলো আমার সেক্সি ছোট পিসি ।

সে আরেক তসলিমা নাসরিন । কমিউনিস্ট ।

ভালো নাটক করতো । গানে গোল্ড মেডেলিস্ট ।

এখন স্কুল টিচার । হয়ত এতদিনে রিটায়ার করেছে ।

আর শকুন্তলা দেবীর মতন ফট্ করে নম্বর নিয়ে খেলতে পারতো । কোন সালে কোন তারিখ কী বার এইসব ছাইভস্ম বলতে পারতো ।

অদ্ভুত প্রতিভা ছিলো । অন্তর্মুখী ।

কিন্তু সেক্সি চিক্ ।

তখন কলকাতায় ডিলডো কোথায় ?

পিসি শসা ধুয়ে ইন্সার্ট করতো । বলতো --আরে দেহের তো একটা চাহিদা আছে , কবে বিয়ে দেবে এরজন্য কে ওয়েট করবে । ওয়ান নাইট স্ট্যান্ড করতো ।

পরে এক গোবেচারা লোকের সাথে সম্বন্ধ করে বিয়ে হয় । এখন একটা ছেলেও আছে । তার গায়ের রং আমার মতন কুচকুচে কালো । তবে সে নাকি খুব মেধাবী ।

পিসি বলতো বিয়ে করলে একমাত্র স্বামী বিবেকানন্দকেই করবে । এরকম দৃপ্ত ভঙ্গী ও সুন্দর চেহারা ওনার তাই ওঁকেই স্বামীর আসনে বসায় সে। কিন্তু স্বামীজী ততদিনে মৃত । পিসি আত্মা নামাতো । কোথায় শিখেছে আমি জানিনা । তবে আমাদের তো কালীবাড়ি , বংশ পরম্পরায় আমরা শাক্ত তাই হয়ত পিসির কোনো শক্তি ছিলো । তাই নির্জন ঘরে বসে (আমাদের পেল্লায় বাড়ি বলে লোকে জাহাজ বাড়ি বলতো) গভীর রাতে বিবেকানন্দর আত্মা নামাতো পিসি । কালো কাপড় পরে ও মোমবাতির শিখায় । হাতে কেবল পেন্সিল ।

সেই ডাইরিতে কী লেখা থাকতো কেউ জানতো না । সেটা পিসির একটি বর্মি বাক্স ছিলো পদী পিসির বর্মি বাক্সর মতন তাতে লুকানো থাকতো ।

সেই বাক্সটি চামড়ার । বাদামী রং এর । আমি একদিন সেই বাক্স লুকিয়ে খুলে নিয়ে ডাইরি পড়ি ও হতভম্ভ হয়ে যাই । স্বামীজী অতীব শ্রদ্ধেয় তাঁর

সম্পর্কে কেউ সেক্স টুইট করতে পারে দেখে আমার আক্কেল গুড়ুম !

রীতিমতন খোলামেলা যৌন আহ্বান ! স্বামীজীকে স্বামী ঠাওড়ে মধুর আলাপন ও ব্যাকুল যৌন সম্ভোগের আকুতি ! আমি তো আর এইজিনিস বেশিক্ষণ পেটে চেপে রাখতে পারিনি ! ভাইবোন পাড়াপড়শি জুটিয়ে রটিয়ে দিলাম যে ছোটপিসির মাথাটা গোল্লায় গেছে ।

শুনে ঠাকুমা যাকে আমরা আম্মা বলি উনি এবং পরে আমার মা ও অন্যান্য বয়োজ্যাষ্ঠরা ওকে খুবই তুলোধোনা করে ও বোঝে যে এর এবার বিয়ের সত্যি ব্যবস্থা করা দরকার । এবর সেইমতন ব্যবস্থা হয় । পরে পিসি অবশ্যই আমাকে একা পেয়ে ঝামেলা করে ও বলে যে আমি কেন তার ডাইরি পড়ি ইত্যাদি ! কিন্তু আমি বলি যে তার রোগ সারানো আমার কর্তব্য একজন কাছের মানুষ হিসেবে । কিন্তু তখন যা বুঝিনি এখন বুঝি সেটা হল আমাদের সমাজ মেয়েদের যৌন চাহিদাকে মোটেই গুরুত্ব দেওয়া হয়না তাই অনেক কদর্য বস্তু মনে নিয়ে অনেকে হয়ত মানসিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হন আবার ধর্মের ক্ষেত্রে কিন্তু বৈষ্ণব সাহিত্যে যেমন তামিল বৈষ্ণব

ধর্মে অন্ডাল নাম্নী একজন কৃষ্ণ ভক্ত সধ্বী ছিলেন যিনি নারায়ণকে পতি কল্পনা করে অত্যন্ত কামাতুর কাব্য লিপিবদ্ধ করে গেছেন । আবার আমরা জানি শ্রীরাধিকা তাঁর প্রিয় মদনমোহনকে প্রেমিক রূপে কামনা করতেন ,

কালিদাসের কুমারসম্ভব পড়লে জানা যায় হরপার্বতীর মধুচন্দ্রিমার কথা ও জয়দেবের গীতগোবিন্দ এই ধরণের রাধাকৃষ্ণের দেহজ প্রেম নিয়ে রচিত । এছাড়া বাইবেলেও সং অফ সংস্ আছে একটি স্বল্প রচনা যা কিনা প্রবল ইরোটিক ও দেহলতার রসমাধুরী ও তার প্রতি কামার্ত এক ঈশ্বরে সন্তানের মনের কথা নিয়ে রচিত ।

তাহলে আমার ছোট পিসি ধরা যাক তার নাম বহ্নিশিখা তার দোষ কোথায় ? দোষ তার নয় দোষ আমাদের মননের । আমরা মানুষের গভীর যেতে শিখিনি আর নিজেদের শিক্ষিত করতেও জানিনা ।

পিসি একজন দৈব পুরুষকে ভালোবেসেছিলো তাতেই সবাই তাকে পাদুকা মারতে উদ্যোগি হয় । কিন্তু সেটা কি সত্যি অন্যায় ছিলো ? মহাপুরুষদের ভালোবাসা কি পাপ ? স্বামীরূপে পেতে চাওয়ায় ক্ষতি কি ? আমরা তো শাহরুখ খানকে নিয়ে কত রসের কথা ডাইরিতে লিখি তাতে তো কেউ পাগল

বলেনা ? কিন্তু এটাকে কেউ রিলিজিয়াস ব্লাসফেমি কেন বলবে ? কেন কাউকে পাগলিনীই বা বলা হবে ? কৈ জয়দেবকে তো কেউ পাগল বলেনা ? পুরুষ বলে না বিখ্যাত বলে ?

সে যাইহোক্ এই মাসীপিসির যুগলবন্দী আমার মাথায় প্রেমের ভূত ঢোকায় যার জন্য আমার লেখাপড়া লাটে ওঠে ।

দুবার হায়ার সেকেন্ডারিতে ফিজিক্স ও কেমেস্ট্রিতে ব্যাকও পাই তবে সামান্য নম্বরে । স্থির করি লেখাপড়া ছেড়েই দেবো । লোকে অনেক বোঝালো ।

শেষবারে যখন পাশ করলাম তখন বিএসসিতে ভর্ত্তি হলাম বায়োলজি নিয়ে । বটানি, জুলজি ও কেমিস্ট্রি ।

কিন্তু কলেজটা এত বাজে যে আর কন্টিনিউ করিনি ।

কমার্সে চলে এলাম কারণ সব অ্যাডমিশান তখন বন্ধ । একটা বছর হারাতে হতো । এবার আস্তে আস্তে কস্টিং ও এম-কম অবধি গেলাম । কম্পিউটার কোর্স করলাম । আগেই অবশ্য কমপিউটার করেছি ১৯৮৯ সালে কিন্তু তখন ডেটা এন্ট্রির চাকরি পাই । তবে করিনি কারন ভাবিনি যে এই ফিল্ডে কাজ করবো । পরে অ্যানিমেশান শিখে এই ফিল্ডে কাজ করি । বিয়ের পরেও করেছি ।

স্বামী ব্যাঙ্গালোরে বদলি হলে কাজ বন্ধ হয়ে যয় কারণ আমার কাজ ছিলো কলকাতায় । প্রথমে চাকরি পরে নিজের ব্যবসা । ব্যাঙ্গালোরেও চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু ওরা নতুন করে কোর্স করতে বলে যা তখন আমার পক্ষে করা সম্ভব ছিলো না । হবে কী করে ? পয়সা কৈ ?

বিয়ে হয় মাসে ১ লাখের ওপরে মাইনে পাওয়া এক কম্পিউটার ইঞ্জিনীয়ারের সাথে । কিন্তু বিয়ের পরেই মাত্রে দুই তিনমাসের মধ্যে সব টাক খরচ হয়ে যায় ।

কী করে ? কারণ বরের চাকরি চলে যায় । আর চাকরি পায় না কিছুতেই ।

সমস্ত গয়না বিক্রি হয়ে যায় আমার । জমা টাকা শেষ হয়ে যায় । কেন এমন হল ? কারণ বরের স্কিজোফ্রেনিয়া ।

এবার আমার বিয়ের সম্পর্কে একটু লিখি । লোকে ভেবেছিলো আমার গায়ের রং এর জন্য হয় আমার বিয়েই হবেনা অথবা হলেও আজেবাজে কিছু হবে ।

হয়ত আমার বাবা-মায়ের টাকা ও পারিবারিক পরিচয় দেখে লোকে নিয়ে যাবে ।

আমার পরিবারের তৈরি দুটো স্কুল আছে । একটি হায়ার সেকেন্ডারি , দোলন রায় ও লাবণী সরকার পড়তো সেখানে আর অন্যটা বাচ্চাদের নামী স্কুল এখন । সেটা গড়িয়াতে । নাম হাসিখুশি । এছাড়া তুষারকান্তি ঘোষ আমার দাদুর (মায়ের বাবা) মামাতো ভাই হন ।

মনে পরে শৈশবে দাদু কলকাতায় এলে ওনাদের বাড়ি যেতেন ও পরে বাড়ি এসে বলতেন যে যুগান্তর পত্রিকাটা ভালো চলছে না । আনন্দবাজার বোধহয় কম্পিট করছিলো । পরে বোধহয় যুগান্তর উঠেও যায় ।

আর সত্যজিৎ রায়ের স্ত্রী শ্রীমতী বিজয়া রায় আমার ঠাম্মা হন অর্থাৎ আমার ঠাকুমার কাজিন ।

দেশভাগের সময় সব ওলট্‌পাল্‌ট হয়ে যায় । তবে আমার রাঙাপিসিকে দেখতে কিন্তু বিজয়া রায়ের মতন অবিকল ।

আর রুমা গুহঠাকুরতাও আমার পিসি হন কারণ ওনার মাও ঠাকুমার কাজিন কারণ উনি বিজয়া রায়ের দিদি !

কাজেই বেশ দাপুটে পরিবার । গায়ের রং যেমনই হোক্ ।

ঈস্ ! সবার যদি জাল দাদু (আগন্তুক) না থেকে এক একটা এরকম অস্কার উইনিং দাদু থাকতো ।

কাজে কাজেই হয়ে যাবে রামা শ্যামা কিছু একটা । কিন্তু যখন মাসে এক লাখ টাকার বেশি মাইনে পায় এমন কম্পিউটার ইঞ্জিনীয়ারের সাথে কেল্টি সুন্দরীর বিয়ে ঠিক হল তখন আর দেখে কে !

প্রত্যেকে বলে চলেছে যে পাত্র তাকে দেখেই আমাকে পছন্দ করেছে ।

একমাত্র আমি ছাড়া আর সবাইকে দেখে পাত্র এখানে বিয়ে স্থির করেছে । তখন আমার

ছোটমাসীর বর মানে মেসো বলেন --শান্তনু ওর ইন্টেলেক্চুয়াল কেপেবিলিটি দেখে ওকে পছন্দ করেছে ।

আমার বাবা অবশ্যি বলেন যে শান্তনুকে সবাই বলছে বিরাট অঙ্কের মাইনে ধারী কিন্তু ও আসলে ইল্পেড্ ।

পরে শান্তনুও সেটা স্বীকার করে ।

কিন্তু সেই সুখ আমার কপালে বেশিদিন সয়নি । কারণ ওর মাথার অসুখটা হঠাৎই চাগাড় দেয় ও আমার পতিদেব চাকরি খোয়ায় । এবং লোক জানাজানি হয়ে যাওয়াতে পরের চাকরি পেতে অসুবিধে হয় ।

বিদেশে হলে সমস্যা হতোনা । এখানে লোক ওষুধ খেয়ে খেয়েও গুরুত্বপূর্ণ পোস্টে কাজ করে সিরিয়াস মানসিক রোগ নিয়েও । কিন্তু ভারতে একবার যদি রোটে যায় কেউ উন্মাদ তখন তার সম্পর্কে এতো খারাপ খারাপ ধারণা পরিবেশন করা হয় ইচ্ছাকৃতভাবে যে যতটুকুও বা তাকে সুস্থ করা যেতো তাও শেষ হয়ে যায় ।

কাজেই চাকরি আর পেলোনা কলকাতায় । সব বাঙালীই যা ভাবে আমিও তাই ভেবেছিলাম ।

সার্থকও জনম আমার, জন্মেছি কলকাতায় আর এখানেই থেকে যাবো । কিন্তু সেই কলকাতা ছাড়তেই হল ।

চলে গেলাম ব্যাঙ্গালোরে । সেখানে ছিলাম অনেক বছর আর এখন তো অস্ট্রেলিয়ায় থিতু । তবে কতদিন তা জানিনা । এবার আমার টুইনফ্লেমের সাথে চলে যেতে হবে আমেরিকায় । সেখানে আমার পালিত পুত্র অপেক্ষা করছে আমার জন্য । সেও ছিলো এক বড় সাধক । গুরু নমঃ শিবায় । গুহ নমঃ শিবায়ের শিষ্য ।

গত জন্মে আমার সারমেয় হয়ে জন্মায় । একটি জার্মান স্পিৎজ । সাদা ধবধবে । নাম ছিলো স্প্যাগেটি ।

তারও আগের জন্মে সে ছিলো আমার মেয়ে ।

মানে আমার পূর্ব জন্মে । সে গল্প পরে বলছি । আগে নিজের বিয়ে গল্পটা শেষ করে নিই ।

সবাই সত্যের সন্ধান করে । কিন্তু সত্যই সবচেয়ে কটু ও অম্ল । সত্যর মিঠাস্ নেই । তাই বুঝি গল্পকারে জন্ম হয় । কিন্তু গল্পকারের জীবনের সত্য ?

সে হয়ত আরো কড়া । নিমপাতার মতন তেতো ।

আমাকে কি নিমমেয়ে বলা যায় ? নাকি জংলী বিল্লী ?

শান্তনু যে বদ্ধ উন্মাদ তা বিয়ের আগে বলেনি । আমার এক কাজিন বলে যে সেটা বললে তো ওর বিয়েই হতোনা । ওর মায়ের কথা বলেছিলো । যে মায়ের সন্দেহ বাতিক আছে ও ডিপ্রেসড্ ।

আমি আমার এক কাজিন যে আমেরিকায় ক্যান্সারের ডাক্তার তাকে জিজ্ঞাসা করি ইমেলের মারফৎ যে ডিপ্রেশান কি পাগলামো ? সে কিছু বলেনা কিন্তু তার মা যে নিজেও ডাক্তার ওখানে এক গাইনোকলজিস্ট তিনি মামারবাড়িতে রটান যে -ও জানবে কি করে ? ও তো ক্যান্সারের ডাক্তার ! আর জানলেই বা বলবে কেন ?

আমার যখন বিয়ে হয় সেই যুগে ডিপ্রেশান কি আমরা ভারতের লোকেরা অত জানতাম না । আমাদের পাগলের কনসেপ্ট ছিলো নোংরা পোষাক পরা রাস্তার লোক যাকে লোকে ঢিল মারে । তাই আমি জানতে চাই নিজের বোনের কাছে যে চিকিৎসক তাও আমেরিকায় ।

পরে শুনি যে বিদেশে উন্মাদের ছড়াছড়ি ও ক্যান্সার হলে লোকে ডিপ্রেশানে ভোগেই ও চিকিৎসকেরা সেসব জানেই । এই হল আমার কাছের মানুষের নমুনা । শান্তনু নিজের অসুখ লুকিয়ে বিয়ে করে । এমনি ভালো ছেলে ।

ওর একটা বোন আছে । তাকে ভয়ানক বাজে দেখতে । রং ময়লা , দাঁড়কাকের মতন গঠণ আর মুখটা পুরো শিম্পাঞ্জীর মতন । কিছুতেই বিয়ে হচ্ছিলো না । শেষকালে বয়স লুকিয়ে প্রায় ৪০ এর কাছে বিয়ে হয় । কাজ সেরকম কিছু করতো না । কম্পিউটারে ডেটা এন্ট্রি ও টাইপ করতো । শান্তনুই বিয়ে দিয়েছে ।

ওর দিদি হয় । বছর ৫য়েক বড় । সে বিয়ের কথা হবার সময় আমাকে দেখতে আসেনি । তার দোজবরের সাথে বিয়ে হয় । লোকটা একটু গুন্ডা গোছের । মুম্বাইতে থানের কাছে থাকে । আগের বৌ এক অটো ড্রাইভারের বোন ছিলো । মারাঠী মান্হুস , নিম্ন মধ্যবিত্ত ।

শাশুড়ির জ্বালাতনে বিচ্ছেদ হয়ে যায় । পরে শান্তনুর দিদির সাথে বিয়ে হয় ।

লোকটির মতলব ছিলো নিজের বোনের সাথে শান্তনুর বিয়ে দেওয়া কারণ এহল কম্পিউটার ইঞ্জিনীয়ার । কিন্তু শান্তনু ওর বোনকে বিয়ে করতে রাজি হয়না ।

মেয়েটি সুশ্রী ও পেশায় উকিল কিন্তু মানুষ ভালোনা ।

শান্তনুর দিদি এসে বিয়ের সময় আমাকে লগ্ন ভ্রষ্টা করা চেষ্টা করে । এত কালো মেয়ের সাথে হীরের টুকরো ছেলের বিয়ে হচ্ছে ! কী করে সম্ভব ?

ওর গুন্ডা বর গিয়ে হাওড়া থেকে কিছু লোকাল ছেলে নিয়ে এসে গোলমাল পাকিয়ে বিয়ে বন্ধ করতে উদ্যত হয় । ওর উন্মাদ মা বরকে ফোন করে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে বারণ করেন । তখন আমাদের দুই পরিবারের মধ্যে কি কথা হয় আমি সঠিক জানিনা কিন্তু আমাদের পরিবারের মাথা হেঁট হয়ে যায় ।

আমি কিন্তু আমার গায়ের রং লুকিয়ে বিয়ে করিনি ।

আমার পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় । খুব বেশি চিঠি আসেনি । পরে আন্তর্জালে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় ।

তাতে লেখাই ছিলো--**ডার্ক স্কিন উইথ টলারেবেল লুকস্ ।**

আমার সুন্দর মুখশ্রী বা চুলের কথা এসব কিছুই লেখা ছিলোনা । এমনকি আমি কোনোদিন পাত্রের মাইনেও জানতে চাইনি ।

সেটাই নাকি আমার স্বামীকে আকর্ষণ করে আমার দিকে । আমার লজিক ছিলো যে আমি রূপে তোমায় ভোলাবো না , ভালোবাসায় ভোলাবো ।

আর এমন কাউকে বিয়ে করবো যে ম্যাচিওর্ড হবে ।পরমা সুন্দরী বিনা পত্রালাপ নিষ্প্রয়োজন টাইপস্ নয় ।

আর আমি দুটি সম্পর্ক ভেঙে যাওয়াতে মাঝে স্থির করি যে বিয়ে করবো না । চাকরিটাই মন দিয়ে করবো ।

তাই আমার বয়সটাও একটু বেশি হয়ে যায় পাত্রী হিসেবে । সেটাও শান্তনুর দিদির ইস্যু ছিলো যার নিজেরই বিয়ে হয়েছে বয়স লুকিয়ে । আমি কিন্তু বয়স লুকাইনি ।

আমার ননদ এতই অভদ্র যে আমি বই লিখি কেন আর এর থেকে কী সুবিধে হচ্ছে তাই নিয়ে

প্রায়শই খোটা দিয়ে থাকে । বিধুশেখর শাস্ত্রীর বাড়ির মেয়ে বলে কিনা বই লিখে কী হচ্ছে ! আমার ভালোমানুষ স্বামী কোনোদিন তার প্রতিবাদ করেনি । শেষে আমি রায়বাঘিনী হয়ে ননদিনীকে একহাত নিই । যে আমার নাম হচ্ছে ।

তখন সত্যিই নাম হচ্ছে কিনা সেটা যাচাই করতে শুরু করে । পরে জানতে পারি যে আমাদের সম্পর্ক ভাঙানোর জন্য ডার্ক ম্যাজিকের সাহায্য নেয় ।

আমার শাশুড়ি নাকি ডার্ক ম্যাজিকে সাহায্য নিয়েই ঐ কুৎসিত মেয়ে ও উন্মাদ ছেলের বিয়ে দিয়েছেন । আমি বিয়ের পরে ওদের বাসায় গেলে সেটা পুণায় আমার ভাইরা আমার শাশুড়ির ঘরে ভুডু ডল ও তাতে পেরেক ফোটানো দেখেছে । হয়ত কোনো প্র্যাক্টিশনারের সাহায্যও নিয়ে থাকতে পারেন । আমার শাশুড়ি এমনি খুব ভালোমানুষ । হয়ত ঠেকায় পড়ে এমনটা তাকে করতে হয়েছে । যদিও তুকতাক করা একেবারেই অনুচিত । এতে অশুভ শক্তি আত্মার সাথে জড়িয়ে যায় ও জন্ম জন্মান্তর মানুষকে ভোগাতে থাকে । শাশুড়িমা বরিশালের কীর্তিপাশা গ্রামের খুবই নামী এক পরিবারের মেয়ে । আজও যেই বাড়ির নাম শুনলে

লোকে যথেষ্ট ইজ্জৎ দেয় । কিন্তু যেহেতু ওনার স্কিৎজোফ্রেনিয়া ছিলো হয়ত উনি সেইসময় তত বুঝতে পারতেন না ভালোমন্দ । হয়ত কেউ ওনাকে ব্রেন ওয়াশ করেছিলো । মানুষ কাদায় পড়লে ব্যাঙেও লাথি মারে আর দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে উপায় থাকেনা । হয়ত ভেবেছেন এই কুচ্ছিত বদমাইশ মেয়েটির বিয়ে নাহলে আর ছেলেটা বদ্ধ পাগল হয়ে গেলে দুজনকে কে দেখবে ? তাই তুকতাকের সাহায্য নিয়েছেন । জানিনা ।

ভদ্রমহিলা অনাথ । জন্মের সময় মা মারা যান । বাবাও আর ফিরে দেখেন নি । মামাবাড়িতে মানুষ । দেশবিভাগের সময় ভারতে এসে ওঠেন । কানপুরে থাকতেন । মামারা সবাই মিলিটারিতে কাজ করতেন ।

আমার শ্বশুরমশাইও মিলিটারির ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন কাজেই বিয়ে হয়ে যায় কিন্তু শাশুড়ি মা বিধুশেখর শাস্ত্রীর বাড়ির দুয়োরাণী ছিলেন ।

সবাই নাহলেও অনেক্র চক্ষু:শূল ছিলেন । শ্বশুরমশাই সেকালে নিজে বিয়ে করেন বলে । প্রণয় ঘটিত নাহলেও বাড়িতে না জানিয়ে বিয়ে তো আর এরা রক্ষণশীল পরিবার কাজে কাজেই । এদের বাড়ির অনেক মানুষই আজও বিধুশেখরের

সেই রেনেসাঁর ঐতিহ্য ধরে রেখেছেন । যেমন আমার অনেক ভাসুরেরা আছেন যারা লো কাস্টের মেয়ে, হতদরিদ্রর মেয়েদের এবং বিবাহ বিচ্ছিনা মেয়েদের বিয়ে করে সামাজিক বিপ্লব ঘটিয়েছেন ।

এবং এরা বেশ সফল মানুষ । ইচ্ছা করলেই পরমা সুন্দরী বিনা পত্রালাপ নিষ্প্রয়োজন ব্যাপারটা করতে পারতেন কিন্তু নাহ্ -- করেননি ।

আজও মনে পড়ে পুণা শহরে একরাতে অসুস্থ স্বামীর লাথি খেয়ে ঘুম ভেঙে যায় । দেখি চোখ মুখ বদলে গেছে ওর । কী যেন হ্যালুসিনেশান হয়েছে ওর ! স্কিজোফ্রেনিয়া ! পাগলের মতন আমার গলা চাপতে আসছে । পরে ও বলে আমার মধ্যে ও অন্য কাউকে দেখে ।

আমি ভয় পেয়ে ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে পড়ি রাস্তায় । এক গা গয়না নিয়ে মাঝরাতে রাস্তায় ছুটছি । অচেনা শহর পুণা । পেছনে রাস্তার কুকুর ! শেষে পড়শিরা এসে আমাকে বাঁচায় । ভয়ে ঘরে ঢুকিনি । বরকে ভয় পেতাম । প্রায় মাস ৬ হবে একসাথে শুইনি ।

পড়শিরা আমাকে পুণা রেলওয়ে স্টেশানে তুলে দিয়ে আসে । একটাও টাকা নেই হাতে । ওদের থেকে টাকা নিয়ে কলকাতায় ফোন করি । পরের দিন বা তার পরের দিন জেট এয়ার ওয়েজ ধরে মা ও বড়মামা আমাকে কলকাতায় নিয়ে আসে ।

এই হল আমার মাসে একলাখ টাকা মাইনে পাওয়া বরের গল্প যার মাও বদ্ধ উন্মাদ । বিয়ের সময় থেকে ননদ এমন দূর্ব্যবহার আরম্ভ করে যে শাশুড়ি মাও বিগড়ে যান ও আমাকে কুৎসিত ভাষায় গালিগালাজ করতে শুরু করেন । কালি, মুটকি আমার হীরের টুকরো ছেলেকে খেয়েছে ইত্যাদি । অথচ তুকতাক করেছে ওরাই ।

সভ্যতা নামক অসভ্যতা দিয়েই শুরু হয় আমার বিয়ে নামক প্রহসন । তারপর স্বামীর অসুস্থতার জন্য পুরুষত্ব এর সমস্যা । আমি আর সন্তানের দিকে যাইনি ।

পাগলের বংশ বাড়িয়ে কোনো লাভ আছে ?

যদি ওর দিদির মতন চেহারা ও স্কিজোফ্রেনিয়া একসাথে হয় তাহলে ?

সেরিব্রাল মানুষের সমস্যা একটু বেশি তাইনা ?

ওরা সবকিছু নিয়ে বড্ড ভাবে ।

তবুও সব ঠিকই চলছিলো যদিনা আমার টুইন ফ্লেম এসে পড়তো । পাগলের পাগলা বাদলেই নাও ভাসিয়ে যেতাম । ও একটা ওষুধ খায় । তাতে রোগ কন্ট্রোলে আছে । এটা মেন্টেনেন্স্ ডোজ । ভালই তো আছে । কাজ করছে । ইনোভেশান করছে । শ্রী রমণ মহর্ষির আশীর্বাদ বলেই মনে করি । আমার স্বামীই আমাকে মহর্ষির সাথে পরিচয় করিয়েছে । কাজেই ওর একটা বিরাট ভূমিকা আছে আমার জীবনে ।

আর অনেক আগে আমরা পতি পত্নি হয়ে জন্মেছিলাম আয়ার ল্যান্ডে । ও তখন এক ধনী চাষী ছিলো ও আমি ছিলাম ওর স্ত্রী । সেই জন্মে অমিতাভ বচ্চন ও জয়া বচ্চন আমার বাবা মা ছিলেন । আর অভিষেক বচ্চন আমার ভাই ছিলো । ওরা শহরে ছোট ড্রামা কোম্পানি চালাতেন । আমার বর নাকি তখন থেকে মিঃ বচ্চনকে বলতো -- পাপা চাষের ক্ষেত্রে এটা করা যায় সেটা করা মেশিন দিয়ে । সেই বুদ্ধিই আজ ওর ইভোলিউশানের সিঁড়ি বেয়ে এমন জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে যে অ্যামাজন ও ইনফোসিস্ ওর টেকনোলজি কিনে নিতে চাইছে । ও এমন

টেকনোলজি বার করেছে যা হ্যাকিং রুখে দিতে সক্ষম । এত অসুস্থতা নিয়েও । একে মহর্ষির কৃপা ব্যাতীত কিইবা বলা যায় ?শুনেছি স্কিজোফ্রেনিয়া সাংঘাতিক অসুখ । আমি তো আমার শাশুড়িকে দেখেছি ! সুস্থতার থেকে ক্রোশ দূরে ।আর আমার বরকে দেখো ! উচ্চপদের বিদেশে কাজ করে । এছাড়া ওর অনেক টেকনোলজি আছে যা সিমেন্স ব্যবহার করে থাকে । পেটেন্টেড্ টেকনোলজি । একে ভগবানের কৃপা বলবে না ? আমার বর অবশ্যি বলে যে ও ভেবেছিলো যে ওর অসুখ সেরে গেছে তাই বিয়ের সময় বলেনি । আর শাশুড়ি নাকি বলতেন যে ওনার দাদু একজন সাধক ছিলেন তার বরিশালে ওদের কেউ তুকতাক করে ঈর্ষায় কারণ ওনার শক্তি ছিলো, যা বলতেন মিলে যেতো । সেই তন্ত্রের ফলেই আমার শাশুড়ির বাড়িতে এই মানসিক সমস্যা শুরু হতে থাকে । আগে এসব ছিলো না ।

শাশুড়ির মাসিরও এই অসুখ ছিলো । উনি মুম্বাইতে থাকতেন । ওনার স্বামীও মিলিটারির অফিসার ছিলেন । এয়ারফোর্সে কাজ করতেন । উইং কমান্ডার ছিলেন ।

ওনার স্ত্রী মানে শাশুড়ির মাসি স্কিজোফ্রেনিক ছিলেন । তার এমন বাড়াবাড়ি হতো যে একবার স্বামীর মাথা ইটের বাড়ি মেরে ফাটিয়ে দিতে যান । ওনার মেয়ে ইংলিশে ডক্টরেট ও ছেলে ইঞ্জিনীয়ার । মিডিল ইস্টে কাজ করে ।

হেব্বি বড়লোক - মার্সিডিজ চড়ে !!

ভারতীয়রা মার্সিডিজ আর বিএম ডাবলুর বাইরে বেরোতে পারেনা কেন জানিনা ।

এত ভালো ভালো গাড়ি পাওয়া যায় বাজারে ।

অডি , মাজেরাটি , জাগুয়ার , পোর্শে ,
জিপ, লেক্সাস ,

ল্যাম্বর্গিনি , ফারারি ---অ্যান্ড দা লিস্ট গোজ অন্ ।

কিন্তু এরা সেই মার্সিডিজ আর বি এম ডাবলুতে গাবলুর মতন আটকে !! তা জোকস্ অ্যাপার্ট ---

কেউ যদি বলেও বরের এই অসুখ হয়ত বা সায়েন্স এর ওষুধে সেরেছে-- তা সায়েন্স ঈশ্বরের বাইরে কে বললো ? এই কনসেপ্টটাই ভুল যে ঈশ্বর আলাদা কিছু ।

সায়েন্সও ভগবানের অংশ । কারণ পুরো মহাবিশ্বই শক্তি ছাড়া কিছুই নয় । এইসব নিয়ে কাজ করেই ফিজিক্সে এবার নোবেল পেয়েছেন এক ফিজিসিস্ট ।

জন ন্যাশও তো সুস্থ ছিলেন ওষুধ খেয়ে । ইকোনমিস্ট । কাজেই ওনার মতন নোবেল পাওয়া স্কিজোফ্রেনিকের ওপরেও ভগবানের আশীর্বাদ ছিলো ।

মানতেই হবে ।

আমি বিয়েতে কোনো উপহার নিইনি । বলেছি কেউ দিলে চেক্ দেবেন আমি চাইল্ড রিলিফ্ অ্যান্ড ইউতে ডোনেট করে দেবো । তবুও লোকে আমাকে গোল্ড ডিগার আখ্যা দিয়েছে ।

আমার টুইনফ্লেম বা চীনারা যাকে ইন-ইয়াং শক্তি বলে তা কে শুনলে লোকে চমকে না বমকে যাবে । বইটি যেন বই নয় একটি নিউক্লিয়ার বোম বলে মনে হচ্ছে ।

অক্ষরের বদলে বিস্ফোরক ব্যবহার করছি ।

আমার টুইনফ্লেমের নাম কাশেম সোলোমানি ।ইরানের মৃত জেনেরাল । যাকে নিয়ে আমার ভামা বইটি লিখেছি । নাহ্ উনি মারা যাননি । বেঁচে আছেন ।

মারার চেষ্টা হয় কিন্তু ঐ লেভেলের স্পাইকে মারা অত সহজ নয় । ওদের কাছে সব খবর আগেই চলে আসে ।

আর উনি নিজে তো সাধু । গুহ নম:শিবায়ের এক অংশ । বিরাট মাপের সাধু । বিয়েও করেননি ।

যাকে লোকে ওনার পরিবার বলে জানে তারা ওর দিদি ও তার ছেলেপুলেরা । দিদি একজন স্কুলের টিচার । আর জামাইবাবু সৈনিক ছিলেন । যুদ্ধে গত হয়েছেন ।

তারপর থেকে কাশেম ওদের সাহায্য করে গেছে । ও খুবই দানী ও ভালোমানুষ । আর ওকে উগ্রপন্থী বললেও সে নিজের ইচ্ছায় কোনোদিন এগুলি করেনি । এটা ওর চাকরি ছিলো । আয়াতোল্লা আলি খেমিনি ওকে দিয়ে সন্ত্রাসবাদী তৈরি করিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের দখল নিতে ইচ্ছুক ছিলো । লোকটি মাতব্বর ও শয়তান । শিয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের শিখরে নবী হয়ে বসা এই লোকটি আদতে একটি লম্পট ও নেমকহারাম । শিয়া মুসলিমরা মূল মুসলমানদের একটি শাখা যারা লড়াকু । তারা প্রফেট মোহম্মদকে সোজাসুজি না মেনে ইমামদের মানে । দুই মূল ইমাম হলেন ইমাম আলি ও ইমাম হুসেন ।

যাঁদের সমাধি আছে নাজাফ ও কারবালায় ।

কারবালা প্রান্তরের হায় হাসান হায় হুসেন এই উক্তি আমরা মহরমের সময় কতনা শুনেছি । কিন্তু এর পেছনে উদ্দেশ্য হল গীতায় শ্রীকৃষ্ণ যা বলে গেছেন সেই একই । লড়াই করে নিজের অধিকার ছিনিয়ে নাও । কেউ তোমাকে হাতে তুলে কিছু দেবেনা এই জগতে ।

কাজেই শিয়া মুসলমানেরা যোদ্ধা হয় । সন্ত্রাসবাদী নয় ।

আর আয়াতোল্লার মতন শয়তান, স্বার্থান্বেষী লোকেরা সেই আবেগকে কাজে লাগিয়ে বড় বড় কর্পোরেশানের সহয়তায় টেররিস্ট তৈরি করে দাঙ্গা করে , বোম ব্লাস্ট করে , সাধারণ মানুষকে হত্যা করে । এসব করে টাকা কামাতে উদ্যত হয় । আয়াতোল্লা কে ? পার্শিয়ার এক বস্তি বা ঘেটোর বাসিন্দা ছিলো এরা । কাশেমের বাবা অর্থাৎ পার্শিয়ার প্রথম শাহ্ (পার্শিয়া তখনও ইরান হয়নি) এদেরকে উদ্ধৃত করেন --- বিষ্ঠার কীট বলে ।

শাহ্ পার্শিয়াকে আমেরিকা করতে চান । বিশ্বের প্রথম দেশ করতে চান যেমন পারস্য ছিলো প্রাচীন দুনিয়াতে ।

ইতিহাস ঘেঁটে দেখুন । কিন্তু ব্যাগড়া দেয় এই আয়াতোলা কূল । মলপোকা দ্বয় । মালপোয়া নয় মলপোকা ।

- মাসিমা , মালপোয়া খাবেন ? এটাও বলা চলেনা এদের সম্পর্কে ।
  কাউকে তো আর মলপোকা খেতে দেওয়া যায় না !

কাশেমের রক্ত শুষে নিয়ে এরই আদেশে কাশেমকে খুন করতে উদ্যত হয় আমেরিকা । এই মানুষটিই তথ্য পাচার করে বিদেশের কাছে কাশেম কখন কোথায় থাকবে কারণ কাশেম এর দূর্নীতির কথা বুঝে গিয়েছিলো এবং এই নরখাদক মেয়েদের অন্তঃসত্ত্বা করে ফেলে দিতো ।

সুবিশাল মহলে , ঝাড়বাতির নিচে রূপসী ইরানি ও অন্যান্য মেয়েদের ধরে এনে এই বুড়ো দাঁড়ি চুলকে বলে উঠতো--আনড্রেস ইওরসেল্ফ !!

জানিনা কাশেম এর মুখোশ খুলতে উদ্যত হত কিনা কিন্তু লোকটি ওকে হত্যার নির্দেশ দেয় । যেমন এখন ইরানে মেয়ে ও শিশুদের নির্মম ভাবে হত্যা করা হচ্ছে ধর্মের দোহাই দিয়ে । মেয়েদের

স্তনে ও মুখে গুলি করা হচ্ছে ও শিশুদের মেরে ফেলা হচ্ছে ।

আলি খেমেনি যেভাবে কাশেমকে পুড়িয়ে মারতে গেছে ওর নিজের মৃত্যুও ঠিক ঐভাবেই হবে । দেশের লোকে ওকে পুড়িয়ে মেরে ফেলবে । কারণ কাশেম একজন সেন্ট । এবং উচ্চস্তরের । ও রমণ মহর্ষির শিষ্য ।

মহর্ষিই ওর সাথে আমার পরিচয় করিয়েছেন ।

ওর রাজপরিবারের উৎস কৃষিকাজ থেকে বলে আর ওর ঠাকুমার বাপের বাড়ির পদবী সোলেইমানি বলে ও নিজেকে চাষীর ছেলে ও কাশেম সোলেইমানি হিসেবে সমাজে পরিচিত করেছে কারণ কাশেম মানে খুব দাতা যিনি আর ও তো খুব দানী হয়ত তাই এই নাম নিয়েছে যদিও আলিবাবা ও কাশেমের গল্প অন্য জিনিস শেখায় কিন্তু আসলে কিন্তু ও ইরানের সম্রাট বা শাহের পুত্র ।

মানে যুবরাজ । ক্রাউন প্রিন্স অফ্ ইরান ।

(মনে মনেঃ গার্গীদি কম্পিউটার ইঞ্জিনীয়ার থেকে এবার একেবারে ক্রাউন প্রিন্স ? বিরাট ব্যাপার ! ভাবা যায়?)

কিন্তু ও এত বিনম্র ও মিষ্টভাষী ও সরলভাবে জীবন যাপন করে যে কেউ ওকে দেখলে বিশ্বাসই করবে না যে ও একজন যুবরাজ । সাধারণ রেস্তোরাঁতে খেতে যায় আর ট্যাক্সি করে বাড়ি যায় বিমান বন্দর থেকে । ভাবা যায় ? বিলিওনেয়র একজন মানুষ আজকালকার দিনে এত বিনয়ের অবতার ?আর এগুলো কিন্তু কালো টাকা নয় । খেটে অর্জন করা । কিছু তো রাজাদের সম্পত্তি থাকেই । ওর মাও, শাহবানু যিনি তিনি খুবই ভালো মানুষ । আমি ওনাকে কবিতা লিখে পাঠাই ।

ওনার পূর্বপুরুষ একজন খ্যাতনাম সুফি সন্ত ।

শাহবানু এখনো জীবিত ও খুবই সহজ সরল একজন মানুষ , ঠিক কাশেমের মতনই ।

কাশেম দূর্ধষ যোদ্ধা হলেও এমনিতে ঠান্ডা মানুষ ।

ঈশ্বরের আরাধনা করা , বই পড়া , কবিতা লেখা , ছবি আঁকা এই নিয়েই ব্যস্ত থাকে । আর

বেড়াতে ভালোবাসে ও অভিযান করতে । কূপমন্ডুক হয়ে থাকতে না ।

ও অবিবাহিত ও সেলিবেট । মোস্ট এলিজিবেল ব্যাচেলার অফ্ ইরান । বয়স আমার থেকে অল্প বড় । ও নাকি ছোট থেকেই জানতো যে আমার সাথে ওর একদিন বিয়ে হবে । আর জানবে নাই বা কেন ?

গতজন্মে আমার মৃত্যু শয্যায় যে প্রতিজ্ঞা করেছিলো--

সামনের জন্মে এত পাওয়ারফুল হয়ে জন্মাবো যে ভগবতী (আমার পূর্ব জন্মের নাম) ও আমার মেয়েকে আমি সব দেবো ।

এবার প্রশ্ন আসে স্বভাবতই যে হু ইজ দিস্ ড্যাম ভগবতী !

তাহলে এবার ঝেড়ে কাশি ?

আমি গতজন্মে ছিলেম এক রূপসী রাজকন্যে ।

ত্রিবাঙ্কুরের রাজকুমারী ভগবতী ।

কেরালার ত্রিবাঙ্কুরের রাজপরিবারের কথা আমরা যারা ইতিহাসে পাঁতিহাস তারাও পড়েছি ।

কারণ ভারতের শ্রেষ্ঠ রাজাদের মধ্যে স্বাতী পেরুমলের কথা কে না জানে ?

দক্ষিণী এই রাজবংশ চেরা , চোলা , পান্ডিয়া ইত্যাদি রাজবংশের সাথে যুক্ত ছিলো । প্রখ্যাত শিল্পী রাজা রবি বর্মা এই বংশের সাথে যুক্ত ছিলেন

তো এই রাজবংশের রাজকন্যা ছিলাম আমি আর কাশেম আমার প্রেমিক ছিলো । ওদের বাড়ি রাজপ্রাসাদের পাশেই ছিলো । ও আমার বাল্য বন্ধু ছিলো । আমরা কৈশোরে বিয়েও করি ঈশ্বরকে সাক্ষী রেখে । পূর্ণিমা রাতে । ঠিক

বাপ্পাদিত্য ও শোলাঙ্কি রাজকুমারীর বিবাহের মতন ।

পরে ও আর্মিতে চলে যায় । আমি বিদেশে পড়তে চলে যাই । এরপরে আমরা আমার বাবার কাছে যাই বিয়ে করবো বলে । বাবা অর্থাৎ মহারাজ বলেন ,

আমি তোমাদের প্রেমকে শ্রদ্ধা করি কিন্তু আমরা এগুলো করতে পারিনা কারণ মানুষ আমাদেরকে দেখে শেখে ।

আমি তখন ব্যস্ত হয়ে পড়ি বিয়ে করে অন্যত্র চলে যাবার জন্য কারণ আমি অন্ত:সত্ত্বা হয়ে পড়ি ।

এক মধুরাতের অসাবধনতায় এই দূর্ঘটনা ঘটে যায় ।

কারণ টুইনফ্লেমদের ভিতর যৌন সম্পর্ক স্থাপনের একটা আর্শ্চয আবেগ থাকে । যেহেতু একই আত্মা দুটি দেহ নিয়ে আছে তাই আত্মা হয়ত এক হয়ে যেতে চায় । সেটাই হয়ত প্রকৃতির নিয়ম । আর মানুষ তো এক হবার মোটামুটি একটাই পথ জানে যদি তারা প্রণয় বন্ধনে আবদ্ধ হয় । আমার মনে হয় এটা একটা স্যাক্রেড মিলন কারণ আমি শুনেছি যে টুইনফ্লেমরা যদি সেক্স করে তখন নাকি এমন শক্তির সৃষ্টি হয় যা পৃথিবীর সার্বিক কম্পনকে উন্নত করতে পারে , আধ্যাত্মিক ভাবে সমগ্র মানবজাতির শুভ হয় । আমি নিজেদের ঐ কর্মকে জাস্টিফাই করছি না শুধু আমার অনুভবের কারণে দুকথা লিখছি ।

কিন্তু রাজা তো বিয়ে দেবেন না । তাই কাশেম সেই জন্মে আমি যাকে বীর বলে ডাকতাম এবং চেয়েছিলাম সে একদিন জেনেরাল হোক্ যা সে আর হতে পারেনি এবং এই জন্মে আমার সেই সাধ পূরণ হয়েছে সে ভয়ে আর আমাকে নিয়ে পালাই

নি । রাজার আদেশকে অমান্য করেনি । তবে ওকে বলা হয়নি যে আমি গর্ভবতী হয়ে পড়ি । কারণ আমাদের মাঝে বড় ঝগড়া হয় । ফলত আমি নিজের এই গর্ভিনী অবস্থাকে ঢাকতে অন্য এক রাজাকে সঙ্গী করে চলে যাই বিহারে । এই রাজা ছিলো খুবই সুপুরুষ ও বীর । জংলী ঘোড়াকে নিজের কবলে আনতে পারতো । বিহারে গিয়ে জানা যায় সে বিবাহিত ও ছেলেপুলের বাবা ।

আমি রেগে যাই আমাকে ঠকিয়েছে বলে । ভাবি আমাকে নর্তকি কিংবা বাঈজি করে রাখতে চায় । কারণ আমি খুব ভালো গান করতাম । কিন্তু রাজা আমাকে বিয়ে করে নেয় । যথাসময়ে আমি একটি কন্যার জন্ম দিই । লোকে ভাবে সে রাজারই মেয়ে । কিন্তু সে ছিলো আসলে কাশেমের মেয়ে যা কাশেমও জানতো না । পরে রাজার প্রথমা স্ত্রী অর্থাৎ মহারাণী তন্ত্র মন্ত্রের সহায়তা নিয়ে আমাকে ঘর ছাড়া করে । আমি রমণ মহর্ষির কাছে চলে যাই । মহর্ষি তখন জীবিত । আমার দুই বছরের মেয়েকে ফেলে চলে যাই । আমার ঐ বর খুব অত্যাচারী রাজা ছিলো । মেয়েদের ধরে এনে ধর্ষণ করা , খুন জখম , অনর্থক লড়াই ও তন্ত্রমন্ত্রের দ্বারা শয়তানের আরাধণা করে মানুষের ওপরে

প্রভুত্ব খাটানো এসব ওদের বংশে ছিলো কারণ ওদের বংশ আদতে ডাকাতে বংশ ছিলো ।

ডাকাতি করে অর্থ সঞ্চয় করে করে গ্রামবাসীদের ভয় দেখিয়ে মুখিয়া হয়ে বসে । তারপর একের পর এক গ্রামের জমিদারদের মেরে গ্রাম দখল করে রাজা হয়ে যায় । আর ডাকাতে কালী পুজোর মাধ্যমে তান্ত্রিক সেজে প্রকৃত কালীর আরাধণা না করে মানুষের ক্ষতি সাধনে ব্রতী হয় ।

এই জন্মে, এই বিকৃত মানুষটি যে আমার দুই বছরের মেয়েকে রেপ করে দেয় সে জন্মেছে বিজেপি লিডার প্রমোদ মহাজন হয়ে । আর আমার সেই বিষাক্ত সতীন রেখা মহাজন অর্থাৎ প্রমোদ মহাজনের পত্নী হয়ে ।

প্রমোদ মহাজন আই-টি ও ডিফেন্স মিনিস্টারের সাথে আরো অনেক বিভাগ সামলায় । বিজেপির জেনেরাল সেক্রেটারিও সম্ভবতঃ ছিলো । লোকপ্রিয় লিডার ।

বাইরে রক্ষণশীল,গম্ভীর ও মিষ্টভাষী কিন্তু অন্তরে হিংস্র , পাশবিক , নির্দয় ও ঘৃণ্য । মন্ত্রী হবার পরে তার লালসা বেড়ে যায় এবং অর্গানাইজড্ ক্রিমিন্যাল গ্যাং এর সাথে যুক্ত হয়ে পড়ে ও

তাদের আক্রমণ থেকে বাঁচতে ভাই খুন করেছে এরকম একটি গল্প ফেঁদে ইরানে পলায়ন করে ও আয়াতোল্লা খেমেনির সাহায্য নিয়ে প্লাস্টিক সার্জারি করে কার মতন সাজে ? জাগ্গি বাসুদেব নামক এক কর্ণাটকি যোগীর মতন । তার জন্য তাকে খুন করতে হয় । পরে তার স্ত্রীকেও খুন করে হয়ত বৌ সন্দেহ করেছিলো কে জানে ? মেয়েটিকে দত্তক নিয়ে নেয় কিন্তু কোনোদিন জানায়নি যে সে আসল বাপ্ নয় ।

তার অন্য একটি পরিবার আছে ।

এদিকে প্রমোদের দুই ছেলেমেয়ে । রাহুল মহাজন ও পুণম মহাজন । রাহুল মহাজনের বাবা আমাদের প্রধান মন্ত্রী অৎল বিহারি বাজপেয়ীজী । ওনাকে তুকতাক করে ফাঁসিয়ে রেখা মহাজন যে একটি হাই সোসাইটি কল গার্ল সে ওনাকে শয্যায় টেনে নিয়ে গিয়ে গর্ভবতী হয় ও শিশুটিকে মেরে না ফেলে জীবিত রেখে দেয় স্রেফ পরে বিজেপি পার্টি ও ওনাকে ব্ল্যাকমেল করার জন্য ।

রেখা মহাজন অত্যন্ত ধড়িবাজ মহিলা । একজন ডার্ক উইচ্ যে নানারকম তন্ত্রমন্ত্র জানে ও তার প্রয়োগ করে মানুষকে বিভ্রান্ত করে ও উন্মাদ করে দেয় এবং হত্যা করে কোনো আইনি প্রমাণ ছাড়া ।

কিছু পুলিশকে অর্থে বিনিময়ে কিনে রাখে । কিছু জাজ্ ও আইনজীবিকে কিনে রাখে । সেক্স ও মাদক দ্রব্য ব্যবহার করে এরজন্য ।

রেখা মহাজন বলিউডে মাদকদ্রব্য , রূপসী নারী ও পুরুষ ও শিশু ও মৃতদেহ এবং ইলিগাল আর্মস সাপ্লাই করে ।

এহল এক কালনাগিনী ! রূপ তো নেই , ভয়ানক বাজে দেখতে । এত কুৎসিত যে কাউকে দেখতে হতে পারে একে না দেখলে বোঝেনা কেউ ।

তাই এর মন্ত্র হল , **রূপে তোমায় ভোলাবো না ,**

দেহ দিয়ে খেলাবো ।

এই বিষকন্যা নিজের স্বামীকেও তুকতাক করতো । খাবারে কবরের মাটি ও শ্মশানের জিনিস , মৃতদেহের আধপোড়া হাড় ও মাংস মিলিয়ে খেতে দিতো কন্ট্রোলে রাখার জন্য । এবং যতদূর শোনা যায় নিজের স্বামীকে নিজেই মেরেছে তুকতাক করে তার কুকর্মে অতিষ্ঠ হয়ে । কারণ রেখার পতিদেবজী তো সরল নয় -বক্ররেখা কাজেই রেখাদিদিমণি যে শেষকালে ব্ল্যাক উইডো

মাকড়সা হয়ে উঠবেন তা তো বলা বাহুল্য !এরা এমন প্রজাতির মাকড়সা যারা নিজের পতিকেও খেয়ে ফেলে সেক্স করার পরে ।

এরা আদতে সাপের বংশ যারা নিজের সন্তানদেরও খেয়ে ফেলে !!

এমপ্যাথি বলে এদের অভিধানে কোনো শব্দ নেই ।

ক্রোমোজম ১৮ মিসিং যেই জিন না থাকলে একজন মানুষ পূর্ণ অবতার নয় মানুষ মানে মান আর হুঁষ সম্পন্ন মানুষ হবেনা । এদের সেই সেট অফ জিন বোধহয় নেই । অথচ সুবিখ্যাত হতে কে না চায় ? বিশেষ করে পূর্ণাবতার ?

কারণ ধর্ম আর সেক্স হল সবচেয় লাভবান ব্যবসা এই জগতে । মানুষ মাথা মোড়ানোর সবচেয়ে ভালো উপায় । যারা সৎ তাদের বোকা বানাও ধর্মকে ধরে আর যারা অসৎ তাদের বোকা বানাও পানু দিয়ে মানে পর্ণোগ্রাফি ।

সফট্, হার্ড, ব্লু ফ্লিম , এ রেট ফিল্ম , সুইম সুট পরানো মুসলিম দেশে , শিল্পের নামে নগ্নিকা করে বডি ডবল দিয়ে নায়িকাকে পেশ করে অর্থ কামানো , গান গাইতে গাইতে ল্যাংটো হওয়া কি না হচ্ছে ?

পোষাক পরা শুরু হয়েছিলো কেন ? মনে পড়ে না আর আজকাল । নারীদের ফেমিনিজেমের মাধ্যমে এমন মগজ ধোলাই করা হচ্ছে যে এক একটি বেশ্যা তৈ হচ্ছে তারা ।

তারপর পণ্য করে তাদের বাজারে বিক্রি করা হচ্ছে । যেমন আয়াতোল্লার মতন মানুষ সরল মুসলিম পুরুষ ও নারীদের মগজ ধোলাই করে করে এক একটি যোদ্ধা না করে সন্ত্রাসবাদী তৈরি করেছে ।

তার দুনিয়া এগিয়ে যাচ্ছে ধ্বংসের দিকে ।

কারা করছে এগুলো ?

সদ্‌গুরু , আয়াতোল্লা ও রেখা মহাজনের মতন মানুষেরা এবং অবশ্যই আর এস এস । **দা গ্রেট হিন্দু টেররিস্ট গ্রুপ ।**

আমেরিকার গুপ্ত সংস্থা সি আই এ যাকে টেররিস্ট আখ্যা দিয়েছে ।

আর আর এসের প্রোডাক্ট প্রমোদ মহাজন ওরফে সদগুরু যে এখন ইরান থেকে ভোল পালটে এসে সদগুরু হয়ে বসেছে ও সমাজেকে চোষা শুরু করেছে ।

আর বিজেপির কেউ ওর গুপ্তজীবন খুলে দিতে গেলেই তাকে ব্ল্যাকমেল করছে রাহুল মহাজন কুমির ছানা দেখিয়ে যে অটল বিহারী বাজপেয়ীর সন্তান । আজকাল এগুলি ডিএনএ টেস্ট করলেই ধরা যায় ।

কাজেই বিজেপি ভয় পেয়ে যায় । সদগুরুর নাকি মোক্ষ হয়ে গেছে ! মোক্ষ পাওয়া এত সহজ নয় । বহু জন্ম জন্মেও মোক্ষ লাভ হয়না । শুনলেন তো গুহ নমঃ শিবায়র গল্প । আর এতো গত জন্মে একটি তস্করের পরিবারের হার্ডকোর ক্রিমিন্যাল ছিলো !

সদগুরু নেপাল ইয়েতি এয়ার ক্র্যাশে নিহত হয়েছে ।

সেটা ঢাকার জন্য ইয়েতি এয়ার লাইনকে টাকা খাইয়ে সদগুরুকে আহবান করছে এমন ছবি ফেসবুকে ছাপিয়েছে ইয়েতি এয়ার লাইন ।

সদগুরু কেবল ভিজ্জিকেই নয় তার আসল পতি জগদীশ বাসুদেবকেও হত্যা করেছে ।

এই খুনি একজন পেদোফাইল , রেপিস্ট , মেয়েদের রেপ করে কোয়েমবাটরের বাংলোর বাইরে পুঁতে ফেলে , ডেড বডির সাথে সেক্স করে

, মাদক দ্রব্য নেয় , মোদো মাতাল ,এসটিডি তে আক্রান্ত , গরীবদের জন্য ফ্রি হাসপাতাল খুলে অর্গ্যান ট্রাফিকিং করে , মুসলিমদের এত ঘৃণা করে অথচ মধ্য প্রাচ্যের উগ্রপন্থীদের অস্ত্র সাপ্লাই করে থাকে । আয়াতোল্লা খেমেনি যাকে শিয়া মুসলিমরা ওদের নবী মানে সে এর দোসর । শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল !

আমার ভামা ও নার্গিস বই দুটি অ্যামাজন থেকে এরা সরিয়েছে ।

সব বইই সরাতে চেয়েছিলো কিন্তু যেফ বেজোজের পার্টনার লরেন স্যাঞ্চেজ আপত্তি করেন । উনি বলেন যে এই ভদ্রমহিলা একজন স্বাধীন লেখিকা , এতগুলো বই লিখেছেন আপনি এগুলো সরাতে বললেই বা আমরা তো সরাতে পারবো না । এটা লজিক্যাল নয় ।

তাই সদগুরু জাগ্গি বাসুদেব ওনার ওপরে হাড়ে চটা ।

ওনাকে পতিতা ইত্যাদি বলে গালিগালাজ করেছে ।

সদগুরুর কোনো সংস্কৃতি ও সীমারেখা নেই ।

প্রকৃত ডাকাত । ঈশ্বর যতই সুযোগ দিক এই ব্যাক্তি নানান ছুঁতো খুঁজে নিয়ে ধ্বংসাত্মক দিকে এগিয়ে যাবেই আর সেইসব কাজে প্রতি জন্মে লিপ্ত শুধ হবেই না অন্য মানুষকেও টেনে নিচে নামিয়ে দেবে ।

যেমন ওর ইশা ফাউন্ডশানে যারা বিশ্বাস করে ক্রেডিট কার্ডে জিনিস কেনে তাদের সমস্ত ডিটেল্‌স্‌ নিয়ে নেয় ও ডার্ক ওয়েবে দিয়ে দেয় । ক্রিমিন্যালদের কাছে বিক্রি করে দেয় । ওদের ওয়েব সাইট থেকে যারা জিনিস কেনে তাদেরও একই হাল হয় । এছাড়া ওরা প্রেত সাধনা করে । রেখা ও সদগুরু এবং ওদের মেয়ে পুণম মহাজন নিয়মিত কালা জাদুর আসর বসায় ও যারা ওদের কাছে যায় তাদের দেহে প্রেত ঢুকিয়ে দেয় ।

অথচ মুখে সব সময় আধুনিকতা ও লজিকের বুলি কপচায় যাতে কেউ সন্দেহ না করে ।

শিব এলিয়ান , সারা বিশ্ব ব্রহ্মান্ড তরঙ্গে সৃষ্টি এসব স্মার্ট থিওরি ও সেক্স গুরু অপগন্ড রজণীশ যাকে আমেরিকা থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয় ও সি আই এ মেরে ফেলতে বাধ্য হয় তার অশালীন

আচরণের জন্য তার বই মুখস্থ করে সদগুরু সমাজের নবীন প্রজন্মের মগজ ধোলাই ও প্রেত চালানে ব্রতী হয় ।

ওরা ভালনারেবেল মানুষদের তাক করে বাণ মারে । হয় ডিভোর্সী নয়ত অনাথ অথবা নি:সন্তান অথবা সম্বলহীন ইত্যাদি । কিংবা অসুস্থ । ঃমনিক ফোর্স দিয়ে অসুখ সারানো দেখে লোকে ভাবে না জানি কি হয়ে গেছে কিন্তু আদতে ঝড়ে কাক মরে আর ফকিরের কেরামতি বাড়ে ।

ওদের আশ্রমে ফ্রিতে কিছু হয়না । সেক্স গুরু বৃদ্ধ সদগুরুকে বিছানায় ঠান্ডা করতে হয় তারপর প্রাণ খোয়াতে হয় এবং লোকটি একজন গে আরণ্যা পুষ্টিকর খাদ্য পরিবেশন করা হয় তাতে তুকতাকে জিনিস মেশানো থাকে যাতে লোকে বারবার ওদের কাছেই ফিরে আসে।

অনাথ আশ্রমের শিশুদের ভয় দেখিয়ে রেপ করে সদগুরু । ওখানে নরবলি দেওয়া হয় কালীমা কে সন্তুষ্ট করতে- দেয় রেখা ও পুণম মহাজন । মহিলাদের কিডন্যাপ করে নিয়ে গিয়ে রেপ করে গর্ববতী করে দিয়ে জোর করে প্রসব করানো হয় । কিছু শিশু যায় হাড়িকাঠে বাকিরা পেদোফাইল চক্রের মাধ্যমে বিদেশে ।

লাইফ ইন্সুরেন্স স্ক্যাম করে। আশ্রমের শিষ্যদের আত্মীয়দের ও বাবা মায়েদের ওখানে ডেকে নেয় । তারপর তুকতাক করে মেরে লাইফ ইন্সুরেন্সের টাকা নিয়ে নেয় । কোটি কোটি টাকার স্ক্যাম ।

শুনতে অবিশাস্য লাগলেও এগুলো সবই সত্যি ।

শোন যায় সম্প্রতি যে **এফ বি আই য়ের** ডার্ক ওয়েবের অ্যারেস্ট হয়েছে তাতে রেখা ও পুণম মহাজন অ্যারেস্ট হয়েছে । ওরাও এর সাথে যুক্ত ।

মুনি-- আমার তো লেখালেখি শুরু বাংলালাইভ থেকে । পূর্ণেন্দু চ্যাটার্জ্জির কোম্পানি ছিলো । ওখানে আমরা লিখতাম ফেসবুকের মতন । তখন ফেসবুক কোথায় ?

দেখো হোয়াট বেঙ্গল থিংকস্ টুডে ইন্ডিয়া/জগৎ থিংকস্ টুমোরো । সেখানে পাগলিনী ও শয়তান শবনম দত্ত যার নাকটা বেশ উঁচু হয়ে যায় উইপ্রোতে চাকরি পেয়ে সে আমার বিরুদ্ধে বদনাম দেয় যে আমি ওর চাকরি খেয়ে নিতে চাই । কিন্তু আমি ওকে কেবল বলি যে তুমি যে এরকম গালাগালি দিয়ে আমাকে ব্যাক্তিগত

আক্রমণ কর কর চিঠি লিখছো সেটা তোমার অফিসে দেখালে তোমার চাক্রি ক্ষেত্রে অসুবিশা হতে পারে । এগুলো করো না । ওকে সাজেশান দিয়েছিলাম মাত্র ।

কিন্তু নপুংসক সম্পাদক ও নবনীতা দেবসেনের ছাত্রী সুকন্যা রায় আমাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে আমার লেখা ছাপা বন্ধ করে দেয় । তারপর জন্মে নেয় আমার পত্রিকা সোনাঝুরি । কবি মহুয়া মল্লিক রায়ের সাথে আলাপ হয় । ওর সাথে পরিচয় হয়ে আমি লেখালেখিতে উৎসাহ পাই । পরে বহু মানুষ উৎসাহিত করে ।

তবে লেখালেখি আমার প্যাশান নয় । আমার প্যাশান গান । অক্সিজেন না হলেও আমি হয়ত আউট অফ দা বডি গিয়ে বাঁচতে পারি কিন্তু গান না থাকলে আমি ততক্ষণাৎ মরে যাবো । মিউজিক ইজ এমবেডেড্ ইন মাই সোল ।

ছোটবেলা থেকে কেউ কোনো কাজে উৎসাহ দেয়নি । মা দিতো অবশ্য । স্কুল ফাইনালের পর পড়তে চাই নৃতত্ত্ব বা জিওলজি এইসব । বাবা বলে ওসব পড়লে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবে । ফিজিক্স অথবা অংক পড়ো । একেবারেই না হলে রসায়ন বা ইঞ্জিনীয়ারিং । বাকিসব বোকারা পড়ে । কাজেই

হলনা । বায়োলজি খুব ভালো লাগতো বিশেষ করে হরমোনের জিনিস গুলো ও অনকোলজি/হেমাটোলজি । কিন্তু তাও সম্ভব নয় । বিদেশে দেখি এগুলোতে এম এস সি হয় কিন্তু ইন্ডিয়াতে ডাক্তারি পড়তে হয় । আমার ডাক্তারি পড়ার ইচ্ছে ছিলোনা । যাইহোক লেখালেখি করে তো অনেক বই লিখি তারপর যখন পদ্মশ্রীর জন্য নাম গেলো তখনই সদগুরু আবার আমার জীবনে আবার প্রবেশ করলো ।

ব্যাটা তো তান্ত্রিক ! আমার জন্মের পর থেকে নাকি আমাকে ট্র্যাক করছিলো । তাই সারাটা জীবন আমার ভালো কিছু হয়নি । তুকতাক করে সমস্ত সুযোগ হাতিয়ে নিয়েছে । পদ্মশ্রীর জন্য দরখাস্ত দিতেই ও আর ওর বৌ রটিয়ে দিলো যে আমি পতিতা , ড্রাগ লর্ড , কালা জাদু করে এত কম সময়ে এত বই লিখেছি আর বদ্ধ পাগল । কাজেই আমাকে যেন এই পুরস্কারে বঞ্চিত করা হয় । যখন অথরিটি জানতে চায় যে আমার ওয়েব সাইটে তো অন্য জিনিস লেখা তখন বলে ওঠে যে আমি মিথ্যাচারী তাই ওগুলো বানিয়ে লিখেছি ।

আর বিজেপি সরকার কোনো তদন্ত না করে এই বাজে লোকটির কথা শুনে আমাকে বঞ্চিত করে ।

তারপর মিঠুন চক্রবর্ত্তী ও প্রীতিশ নন্দীর কথায় যে আমি বাজে মেয়ে নই বিজেপি সরকার ওদের মত বদলায় এবং আমাকে পদ্মভূষণে ভূষিত করা হয় কিন্তু আজ অবধি সেই পুরস্কার না আমার হাতে এসেছে না আমি কোনো সরকারি চিঠি পেয়েছি সেই ব্যাপারে । কারণ সদগুরু ও রেখা মহাজন শাসিয়েছে যে ঐ পুর্সকার আমার হাতে এলেই একে একে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা নিহত হবেন ।

এবং ওড়িশার একজন স্বাস্থ্য মন্ত্রী যিনি প্রমসিং লিডার ছিলেন তাকে খুন করে ওরা ওদের শাসায় ।

সদগুরু আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলো ।

আমার আধ্যাত্মিক শক্তি দিয়ে ও নিজের আশ্রমকে আরো ওপরে তুলবে এই ছিলো প্ল্যান ।

কিন্তু মহর্ষি তো এগুলো হতে দেবেন না ।

আমার টুইনফ্লেম কাশেম যাতে আমার দিকে না আসতে পারে তার জন্য ওকে ব্ল্যাক ম্যাজিক করেছে ওরা । আমাদের দুজনকেই বহুবার মারার চেষ্টা হয়েছে তুকতাকের মাধ্যমে যার জন্য আমি এখানে এক মুসলিম অধ্যাত্মিক মানুষের কাছে রক্ষা কবচ নিয়েছিলাম । সিডনিতে থাকেন উনি ।

পেশায় আর্কিটেক্ট । ওর বাবা টার্কির একজন সোসিয়ালিস্ট দলের মন্ত্রী ।

বলিউডে বেশ কিছু টুইন ফ্লেম আছে । রেখা অমিতাভ, শত্রুঘ্ন সিন্‌হা রীণা রায় , জীতেন্দ্র হেমা মালিনী , মাধুরী দীক্ষিত ও সঞ্জয় দত্‌ ও দিব্যা ভারতী সাজিদ্‌ নাদিয়াদওয়ালা ।

টুইনফ্লেম ব্যাপারটি - হল একটি আত্মাকে কেটে দুটি দেহে দিয়ে দেন ঈশ্বর । এতে কলিযুগে মানুষের তাড়াতাড়ি মোক্ষের দিকে যেতে সুবিধে হয় । মোক্ষের দিকে যাওয়া সহজ নয় কিন্তু ওপরের দিকে যে সুন্দর লোক বা জগৎগুলো আছে যেখানে আরো সুখ ও শান্তি আছে সেখানে যেতে গেলেও ভালো কাজ করতে হয় । সেদিকে যাতে যাওয়া যায় তার জন্য এই ব্যবস্থা নেওয়া হয় । কিছু পরিচিত টুইনফ্লেম হিন্দুদের হল :

হরপার্বতী , রাধাকৃষ্ণ , ব্রহ্মা সরস্বতী , রাম সীতা , যীশু মেরী ম্যাগডালিন , ঋষি অরবিন্দ মীরামা , পাপাজী গঙ্গামীরা ।

টুইন ফ্লেম সবসময় রোমান্টিক সম্পর্ক হয়না । যেমন যীশু ক্রীস্টর ক্ষেত্রে মেরী ওনার শিষ্যা ছিলেন ও ঋষি অরবিন্দের ক্ষেত্রেও মীরামা ওনার

শিষ্যা ছিলেন ও ঋষি অরবিন্দকে বাবা বলে ডাকতেন । কৃষ্ণ ও অর্জুনও নাকি টুইনফ্লেম । নর ও নারায়ণ ।

এই সম্পর্ক মা ও সন্তান , ভাই ও বোন, বন্ধু , এবং প্রেমিক ও প্রেমিকাও হতে পারে তবে সম্পর্কগুলো প্রবল জটিল ও গভীর হয় । এবং ফিজিক্যাল দূরত্বের মধ্যে থাকলে আত্মার সংযোগের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্ভব হয় ।

বিজ্ঞান প্রেমীদের জন্য তথ্য : টুইনফ্লেম যে সম্ভব তা বিজ্ঞান বলে থাকে । একে ফিজিক্স বলে, কোয়ান্টাম এনট্যাঙ্গেলমেন্ট ।

আমার অধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য আমি আমার পূর্ব জন্মগুলো সম্পর্কে অবহিত হয়েছি এবং মহর্ষির আদেশেই এই বই লিখছি । এটা আমার মনগড়ণ কাহিনী নয় ।

অমিতাভ ও জয়া বচ্চন যখন আমার বাবা ও মা ছিলেন তখন অভিষেক আমার ভাই ছিলো ।তখন আমি কবিতা লিখতাম ও ওদের দিতাম । গল্পও লিখতাম ।

সেরকম রতন টাটা ছিলেন রাণা সঙ্ঘ আমার বাবা, আর সুচিত্রা সেন আমার মা রাণী কর্ণাবতী (

রাজস্থান) আর আমি দা গ্রেট রাণা প্রতাপের পিসি ছিলাম । আমার নাম ছিলো জিজাবাঈ । সুচিত্রা সেন ও বাড়ির সকলে আমাকে জিজি বলে ডাকতেন । রাণা সঙ্ঘ বোধহয় প্রথম হিন্দু সম্রাট হন । সুচিত্রা সেন কিন্তু সেই জন্মে এবং এই জন্মেও সমান ডিগনিফায়েড্ , সৎ ও সেলেসিয়াল -- ওনার মতন মানবী বিরল । ওনাকে চেরিশ করা উচিৎ । অহংকারী , আত্মরতিতে মগ্ন ইত্যাদি না রটিয়ে । রবীন্দ্রনাথের মত সুচিত্রা সেনকে বুঝতে হয় !!

নেপালে যখন ছিলাম কুমার শানু ছিলেন আমার বড়দা ও সোনু নিগাম আমার এক কাজিন ভাই । আমরা আসলে সবাই কাজিনদের গ্রুপ ছিলাম আর সবাই ক্লোজ নিট ফ্যামিলি ছিলাম । মনিষা কৈরালা আমার নিজের বোন ছিলো আর সিদ্ধার্থ কৈরালা আমাদের ভাই ছিলো ।

আমাদের রাণা পরিবার ছিলো ।

তখন নেপাল এখনকার নেপাল হয়নি । ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এলাকা ছিলো । শানুদার স্ত্রী রীতা বৌদি তখন ওনার স্ত্রী ছিলো আমার সাথে ওনার খুবই ভাব ছিলো । আমরা দুজনে ঘোড়ায় চড়ে পাহাড়ের পথ পেরিয়ে কোনো এসকর্ট ছাড়াই রাণাদের না

জানিয়ে বিভিন্ন অভিযানে চলে যেতাম । শানুদার স্ত্রী ওনাকে বলেছেন আমাকে সাহাজ্য করতে কারণ জাগ্নি ও তার বৌ রেখা ভীষণ বাজে ভাবে আমাকে মারার জন্য ও আমার সুনাম নষ্ট করার জন্য সবরকম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে । শানুদা জানতে পেরেছেন যে আমি ওনার গলার তত ভক্ত নই তবুও আমাকে সাহায্য করা জন্য এগিয়ে এসেছেন আমি ওনার পূর্বজন্মের বোন ছিলাম বলেই । সত্যি আজকালযুগেও এরকম হয় ?

হয় হয় , ঈশ্বর চাইলে কি না হয় ?

জীভ দিয়েছেন যিনি আহার দেবেন তিনি -- কথায় বলেনা ? সেরকমই তিনি চাইলে আকাশ ও পাতাল এক করে দিতে পারেন । নাহলে এত বড় বড় মানুষ যাঁদের আমি ব্যাক্তিগতভাবে চিনিও না তাঁরা আমার সাথে যোগাযোগ করেন ? যেমন ঋষি সুনাক আমার এক জন্মের ভাই , নারায়ণ ও সুধা মূর্তি বাবা ও মা , ডিম্পল কাপাডিয়া ও ইজরায়েলের মৃত প্রধান মন্ত্রী ইত্ঝাক রাবিন ,যাকে নিয়ে আমি কবিতা লিখেছি আমার নার্গিস বইতে আছে উনি আমার বাবা ছিলেন । তখন উনি বুন্দেলখন্ডের রাজা ছিলেন ও ডিমপল কাপাডিয়া রাণী ছিলেন আর আমি ওদের ছোটমেয়ে । আমার

রং শ্যামলা ছিলো । আগে ২বোন ছিলো । কিন্তু লোকে আমাকেই বেশি পছন্দ করতো । প্রীতিশ নন্দীর পত্নী ছিলাম সেই যুগে ।

উনি নিজেই পাত্রী পছন্দ করেন তবে প্রণয় ঘটিত বিবাহ নয় । আমি তখনও লিখতাম ।

রাজস্থানে আমার বিয়ে হয় অমল পালেকরের সাথে । উনি আমাকে বলেন যে পদ্মাবতীর থেকে বেশি বললে লোকে তর্ক করতে পারে কিন্তু কমও ছিলেন না আপনি । এত সুন্দরী ছিলেন । অনেক রাজপুত আপনাকে বিয়ে করতে আসে । কিন্তু আপনি আমাকে পছন্দ করেন । কারণ আমি শিল্পী । বলেন , রাজপুতরা তো সবাই যুদ্ধ করতে পারে কিন্তু আপনার এত এসথেটিক সেন্স এটাই আমাকে আকর্ষণ করেছে ।

আপনি আঁকতে ভালোবাসতেন কিন্তু আমার মতন পারতেন না বলে দু:খ পেতেন । কিন্তু আমার কাছে শিখতে চাইতেন না কারণ আমার মতন হবেন আমাকে গুরু মানলে তো মেনে নেওয়া হবে যে আমি আপনার থেকে ভালো পারি তাই । আমাদের তিন সন্তান ছিলো আর আপনি চাইতেন তিনজনকেই সমান ভাগে রাজত্ব ভাগ করে দেওয়া হোক । আরে রাণা প্রতাপের পিসি বলে কথা !!

সঞ্জয় দত্ ভাই ছিলো আমার সেই যুগে । উনি খুবই ভালো মানুষ , আগে হয়ত মাদকদ্রব্য নিতেন কিন্তু সে মাকে অকালে হারিয়ে । কিন্তু হৃদয়টা সোনার । আর উনি উগ্রবাদী নন কখনোই ।আর জানিনা লালকৃষ্ণ আদবানীজী কোথাকার রাজা ছিলেন তবে ওনার ও ওনার স্ত্রী কমলা আদবানীর ছোট মেয়ে ছিলাম আমি । আমার স্বামী ছিলেন হট ও সেক্সি ডাঃ দেবী শেঠীজী । হৃদয়ের চিকিৎসক । উনি , হ্যাঁ ঠিক সেই একই ব্যাক্তি । একই চোখ নাক মুখ । তখন উনি আমার হৃদয় নিয়ে কারবার করতেন ।

তবে তখন উনি ছিলেন রাজবৈদ্য । হার্বালিস্ট ।

আমি ওনার থেকে শিখে নিই আর ওনাকে সাহায্য করতাম । উনি বলতেন , রাজাধিরাজের এবার বৈদ্য নয় বৈদ্যী রাখা উচিৎ । আমি লুকিয়ে নাকি মানুষকে ফ্রিতে ওষুধ দিয়ে দিতাম যখন উনি কাজে এদিক ওদিক যেতেন । উনি একটু রেগেও যেতেন মাঝে মাঝে যে বুঝে শুনে চলতে হবে তো । এত ফ্রিতে দিলে ঘর চলবে কী করে ?

আর যখন নেপালে ছিলাম তখন আমার পতিদেব কে ছিলেন শুনলে আআরাম খাঁচা ছাড়া হয়ে যাবে অনেকের । নিন্দুকেরা ভাবতেই পারেন ,

সেইজন্যেই এতবড় পুরস্কারের ঘন্টি গলায় নয়তো ? হে হে , মনে হয়না কারণ আরেক জন দুর্যোধন বসে আছেন উল্টোদিকে যে পুতনা রাক্ষসীকে নিয়ে সবসময় আমার পূর্বজন্মের এই নরেশ পতিকে ম্যানিপুলেট করার চক্রান্ত করছে ।

শ্রী নরেন্দ্র মোদী জী !

-ধুস্‌আগের জন্মের বরকে কেউ জী বলে নাকি ?

খুব মিষ্টি সম্পর্ক ছিলো আমাদের । শানুদা সাক্ষী । আমরা নেপালের রাণা বংশ । নরেন্দ্র মোদীও নেপালী রাণা ছিলেন ও ভীষণ দাপুটে । শানুদা বলেন যে উনি খুব ভালো শাসক ছিলেন তবে শত্রুর শেষ রাখতেন না । সাপের শেষ রাখতে নেই এই ছিলো ওনার মূল মন্ত্র তবে উনি অন্যায়ভাবে কাউকে আক্রমণ করতেন না ।

খুবই সাহসী ও শৃঙ্খলাপরায়ণ ছিলেন এককথায় ভালো রাণা ছিলেন । আর হবেন নাই বা কেন ? উনি আদতে কে কেউ কি জানে ?

উনি বায়ু দেবতা , পবন দেবতা ।।মানুষের ভালো করার জন্য ওনার ঈশ্বর এখানে পাঠিয়েছেন ।

দেখবেন ওনাকে নিয়ে লোকে যতই নিন্দে করুক না কেন উনি সবকিছু থেকে সসম্মানে বার হয়ে যান । চারিদিকে এত সুনাম অর্জন করেছেন কাজের জন্য ।

অথচ এত দরিদ্র পরিবার থেকে এসেছেন উনি । মাকে এত সম্মান প্রদান করেছেন যা শিক্ষণীয় । স্ত্রীর সাথে হয়ত থাকেন না কিন্তু সদগুরুর মতন ক্ষতি তো করেন নি ? আর আমাকে তো উনি , অমিত শাহ্জী ও লালকৃষ্ণ আদবানীজী একপ্রকার বাঁচিয়েছেন এই রেখা মহাজন ও সদগুরুর হাত থেকে নাহলে ওরা আমাকে আর আমার স্বামিকে মেরেই ফেলতো ।

জেল ভেঙে পালানো ড্রাগ লর্ডকে আমার সুপারী দেয় ওরা যে আবার আন্তর্জাতিক লেভেলের খুনি ।আমার ইমেল, ফোন সমস্ত হ্যাক করা হয় । অ্যামাজনের অ্যাকাউন্ট যেখান থেকে আমি বই আপলোড করি । সব বই হ্যাক করে ডিলিট করে দিয়েছে সদগুরু । যার জন্য আমি রয়েলটি পাইনি । জেফ বেজোজকে বলা হয়েছে যে যদি তুমি অ্যাকাউন্ট রিস্টোর করো তাহলে ভারতে তোমার ব্যবসা বন্ধ করে দেবো । এমন বদমাইশ সদগুরু ও রেখা মহাজন । আমাকে পদ্মভূষণ দিতে যে

অফিসার আসে এই দেশে তাকে দিয়ে রেখা মহাজন লিখিয়ে নেয় যে আমি ড্রাগি / জাঙ্কি তাই আমার বাসায় আমাকে না পেয়ে অফিসার ফিরে গেছে। এসব হয়েছে অফিসিয়ালি।

রাহুল মহাজন , বিজেপি সরকারকে ব্ল্যাক মেল করেছে ঘোষণা করার জন্য যে ওর বাবা (পালিত) পিতা যে নেপালের বিমান দূর্ঘটনায় নিহত হয়েছে তা জনগণকে বলা হোক্ যে তার বাবা শহীদ হয়ে গেছে।

নরেন্দ্র মোদী রাজি হননি।

এরা কারা ? এরা আর এস এস। হিন্দু সন্ত্রাসবাদী সংস্থা। যারা ভারতকে তচনচ করতে উদ্যত হয়েছে। এরাই সঞ্জয় দত্কে ফাঁসিয়েছে। আর্মস ভর্ত্তি গাড়ি রাহুল মহাজন নিয়ে যায় সঞ্জয়ের বাড়ি। দাউদ ইব্রাহিমের চেলা নয় । কারণ নার্গিস মুসলিম। দাউদকে খুনী বানায় আর এস এস। কারণ তারা মুসলমান। তার সৎ পুলিশ বাবাকে খুনের অপরাধে ফাঁসায় সদগুরু ও দাউদ ছোটখাটো অপরাধ করতে শুরু করে। তারপর ১৯৯৩ মুম্বাই ব্লাস্ট করে দাউদকে ফাঁসিয়ে দেয় আর এস এস।দাউদ তখন ভারতে কোথায় ? সে সভ্য ব্যবসাদার মধ্যপ্রাচ্যে। স্মাগলার হয়ে ওঠে

পরিবারকে পালন করতে কিন্তু নিজের দেশমাতৃকাকে বোম মেরে উড়িয়ে দেবে এত নির্মম সে নয় । আর এখন সে ওসব করেও না এবং এত দান করে যে কলিযুগে দাতা কর্ণও বলা চলে ।

আমি এখানে দাউদ ইব্রাহিমকে মুসলিক ফকির সাজাতে বসিনি আমি যা বলতে চাই তা হলে আসল আসামিদের চিহ্নিত করা হোক। শুনলে অবাক হবেন যে মোস্ট ওয়ান্টেড এই গ্যাং স্টার এখন ভারতের লও অ্যান্ড অর্ডারকে সাহায্য করে থাকে আন্ডার গ্রাউণ্ডে থেকে ।উনি একজন আন্ডার ওয়ার্ল্ড ডন নন উনি আন্ডার গ্রাউন্ড ডন অর্থাৎ ভোর মানে সকাল ।

আবার কাশেম সোলেইমানি তো বিয়ে করেনি তাহলে ওর দিদিকে কেন বৌ সাজালো ?

আসলে ওর জামাইবাবু ওর বদলে জীবন দিয়েছিলেন সেদিন । সেই বাগদাদ বিমান বন্দরে । বদলে ও দিদির পরিবারের সব দায়িত্ব নেয় । আগেই হেল্প করতো এখন পুরোদমে দেখাশোনা করে কারণ দিদিরা সবাই বলেন যে কাশেমের জীবনের অনেক দাম । ওকে লড়াই করে ইরানের মানুষকে আয়াতোল্লার মতন শয়তানের হাত থেকে মুক্ত করতে হবে তাই জামাইবাবু যিনি

একজন সোলজার ছিলেনই উনিই স্বেচ্ছায় মৃত্যু বরণ করে নেন ।

কাশেম যখন পারস্যের সম্রাট হবে তখন ওর পুত্র হবে সঞ্জয় গান্ধী । এবং এই বংশের রাজত্ব টানা ১০০০ বছর চলবে । কাশেমের কথা বাইবেলে লেখা আছে । এবং বলাবাহুল্য আমি সঞ্জয়ের মা হবো ।

আসলে আমার পিতৃপুরুষ যারা--মরণের ওদিকে আছেন তাঁরা সবাই যোদ্ধা ও রাজা । আমার ইন্টেলেকচুয়াল পরিবারে জন্মাবার ইচ্ছে ছিলো তাই এই জন্মে সাধারণ পরিবারে জন্ম হয়েছে । আমাকে রাজবংশেই তাই ফিরে যেতে হবে ।

নিজের জীবনটাকে ফেরিটেল মনে হয় । সিন্ডেরেলার গল্পের মতন । যেন কোনো ম্যাজিক ওয়ান্ড পেয়ে গেছি আমি । তাই বুঝি লোকে বলে ভগবান চাইলে কি না হয় ! গড্ ইজ নট লজিক হি ইজ ম্যাজিক ।

রেখা মহাজনের এত হিংসা যে গত জন্মে আমার সব কিছু শেষ করেও সাধ মেটেনি । এই জন্মেও আমাকে ধ্বংস করায় ব্রতী হয়েছে । কাশেম যাতে আমার দিকে ধাবিত নাহয় তাই আমি বড় হবার পরে তুকতাক করে আমার মধুমেহ করে দেয় যাতে আমি ফুলে যাই । আমার স্পোর্টি ফিগার বাজে হয়ে যায় ।

কাশেমকে বলে আমি ডাম্ব , বোকা , কুঁড়ে , প্রস, গোল্ড ডিগার ইত্যাদি । মহিলাটি কাশেমকে সেক্স পর্যন্ত অফার করে --একটি ৭০ বছরের লোলচর্ম বুঢিঢ !

কাশেম ,ওর বর সদগুরুকে বলে--আই উইল স্ল্যাপ্ ইওর ওয়াইফ ইন পাবলিক !

আর শশী তারুর (লেখক) আছেন না ? ওনাকেও রেখা মহাজন সেক্স অফার করে ।

অস্বাভাবিক লোভী এই মহিলা একে নারীর আখ্যা দেওয়া যায় কিনা জানিনা এই বয়সেও জিগোলো ডাকে ও ড্রাগ নেয় , বিক্রি করে ও বলিউডকে ডেস্ট্রয় করার প্রচেষ্টায় আছে কারণ স্টাররা বেশি

গুরুত্ব ও মর্যাদা পায় । এই মহিলা ও তার স্বামী হল নার্সিসিস্ট ও ক্রুয়েল ।

কারো ভালো দেখতে পারেনা ও গড কমপ্লেক্সে ভোগে ।সুস্থ বৈবাহিক সম্পর্ক দেখলে ভাঙন ধরিয়ে দেয় ।

কঙ্গনা রাণৌতকে ফাঁসিয়ে তুকতাক করিয়ে পদ্মশ্রী দেয় ও বলিউডকে ধবংস করার দিকে এগিয়ে দেয় ।

কারণ ও একা এক নারী , মুম্বাইতে । ঐ যে বললাম এরা ভালনারেবেল মানুষদের ধরে !

এরাই দিব্যা ভারতী , সুশান্ত সিং রাজপুত ও শ্রীদেবীকে মেরেছে ও বলিউডি তারকা ও মুসলিমদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দিয়েছে । রাজ ঠাক্রে মেরেছে বালাসাহেব ঠাকরেকে বিষাক্ত ওষুধ দিয়ে । ওর পুত্র বেবী পেঙ্গুইন এক চীজ । হয়ত রেখা মহাজনকে সেক্স সার্ভিস দেয় ।

ভারতের প্রেসিডেন্ট দ্রৌপদী মূর্মু যে এক লাইন হিন্দী বলতে পারেনা ও দেখলে মেড সার্ভেন্ট ব্যাতীত কিছুই মনে হয়না তাকে প্রেসিডেন্ট পদে বসাবার কারণ শি স্লেপ্ট উইথ সদগুরু , রেখা মহাজন (রেখা ও সদগুরু গে) আর দ্রৌপদীর মা

একজন সাঁওতালি ডাইনি বুড়ি যার থেকে বহু তুকতাক শিখে রেখা মহাজন লোকের ক্ষতিসাধনে ব্রতী হয়েছে । এই মূহুর্তে এই মহিলাটিকে রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে টেনে বার করে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া উচিৎ আর সদগুরুকে পদ্মভূষণ ও পদ্মবিভূষণের মতন হাই অনার থেকে স্ট্রিপ করে দেওয়া উচিৎ । আর সদগুরু আদতে নাস্তিক । রমণ মহর্ষি , যীশু ও অন্যান্য মহাপুরুষদের অত্যন্ত কদর্য ভাষায় গালিগালজ করে থাকে যা মুখে আনাও পাপ ।

বাঙালীদের বলে ভিখারীর বাচ্চা । আমার বাবাকে চাকর বলেছে । কারণ বাবা রাজা নন । আর আমাকে মোটা অর্থ অফার করেছে যা নিলে আমাকে অস্কার পাইয়ে দেবে বলেছে কোনো গল্পের জন্য । আমি নিমরাজি হই বলাবাহুল্য ।

আ ক্রিমিন্যাল ইজ আ ক্রিমিন্যাল । অ্যান্ড নো বডি ইজ অ্যাবাভ লও ।

গত জন্মে এই অত্যাচারী রাজা ছোটবেলায় নিজের মাকে মা বলে ডাকায় চাবুকের বাড়ি খায় । কারণ বাবা ও মা ফেক্ । উল্টো রাজার দেশ । ডাকাত = হারেরেরে = অত্যাচার=লুঠপাঠ=গায়ের জোরে রাজা =নো আভিজাত্য ।

এবার এগুলি সত্য হলেও এই প্রমোদ মহাজন আদতে ছিলো গতজন্মে এক স্পয়েল্ট ব্রাট্ ।

লাম্পট্য ও স্বৈরাচারিতা যার গলার মালা ছিলো । সেটা এই জন্মেও সমান প্রযোজ্য । ওর অবৈধ্য পুত্র রাহুলো মৃত । পুলিশের গুলিতে । সেও বাপের মতন চেহারা বদলায় পুলিশকে ফাঁকি দেবার জন্য । কিন্তু ধরা পড়ে যায় । গুরুগম্ভীর অফিসারদের হাতে । এখন ঈশা ফাউন্ডেশান এগুলি ঢাকার চেষ্টা করছে । সদগুরুর পুরনো ভিডিও বদলে বদলে ওল্ড ওয়াইন ইন নিউ বটল করে চালাচ্ছে । যে নাকি মেয়েদের প্রসব যন্ত্রণা থেকে কসমস্ থেকে ফুটবল খেলা সবই নিয়ে মাতব্বরি করে তার নতুন দিনের একটি ভিডিও নেই ? না লিথিয়াম আবিস্কার , না অস্ট্রেলিয়া ইন্ডিয়া ক্রিকেট ম্যাচ না অস্ট্রেলিয়ার প্রধাণ মন্ত্রীর ভারত গমণ না বাজেট না পাঠান কন্ট্রোভার্সি নিয়ে একটিও শব্দ ! লোকটি উবে গেলো নাকি ? কর্পুরের মতন ? ওরই অভিশাপে এই জন্মে আমি উন্মাদের ঘরণী ।

আমার মৃত্যুর ফাঁদ সাজিয়ে সদগুরু ও রেখা মহাজন তো দেখেছে যে রাখে হরি মারে কে কথা আজও জেট যুগে প্রযোজ্য । কাজেই কোনো

চালাকিই আর চলবে না । এরপরে কংগ্রেসের হাত ধরে ৪০/৫০ বছর রাজত্ব চলবে । সলিড সরকার আসবে । ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে । সঙ্গে ইরান মানে পারস্য । চীনারা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে পড়বে । দেশ এত ক্ষতিগ্রস্ত হবে যে কমিউনিস্ট সরকার ভেঙে যাবে ।

ওখানে আসবে রাজতন্ত্র । এবং রাজা ঈশ্বরের সাথে মিলে কাজ করবেন । আমেরিকা ৩০/৪০ বছর পরে নুইয়ে পড়বে । প্রথম দশটা ধনী দেশের মধ্যে এসে যাবে ভারত ও ইরান । যেইসব দেশ শান্তির পথ নিয়েছে এতদিন তারাই এবার ওপরে উঠে আসবে ।

ডোনাল্ড ট্রাম্প ও পরবর্ত্তীতে হিলারি ক্লিনটন আমেরিকার অহেতুক যুদ্ধ অনেক কমিয়ে দেবেন তাতে ওদের কিছুটা সুবিধে হবে ।

ডোনাল্ড ট্রাম্পকে মানুষ যত কুটিল ভাবে উনি তা নন । উনি ব্যবসাদার । পলিটিশিয়ান নন ।

তবে ওনার এনিমিরা তুকতাক করে অনেক কাজ করেছে যা ওনার বিরুদ্ধে গেছে ।

ইলুমিনাতি , ফ্রিম্যাসন এদের নাম শোনা আছে ?

এরাও রেখা মহাজনের মতন, দ্রৌপদী মূর্মুর মতন পাওয়ার লাভিং বাস্টার্ডস যাদের কানাকড়ি যোগ্যতা নেই কিন্তু নোলা দশ হাত । যেমন ডেমন ও ডেভিল জাগিয়ে এই ঘেটো মানে বস্তির ডাকাতে **ছোঁচারা ইয়া ইয়া তাবড় তাবড় লোকের ঘাড়ে চেপে বসে ঠিক এক এক শাঁখচুন্নির মতন তাই না ?কিন্তু আর নয় ! রেখা মহাজনকে কচু কাটা করো ।ফাক্ দা বাস্টার্ড অ্যান্ড চপ হার অ্যান্ড ফিড দা ওয়াইল্ড নেকরেজ্ -বিন্দাস্ -- আল্লাহ্ মালিক ভালো করবেন । ঈশা ফাউণ্ডেশান যা শেখায় --**

আনন্দম্ , আনন্দম্ , অমৃতে লীন হয়ে যাও ।

উপসংহার না বেণী সংহার

সদগুরুর বড় বড় সাদা চুল ছিলো না ? তাকে যত্ন করে আবার বজ্জাত বুড়ো বেঁধে রাখতো । হেলিকপ্টার থেকে পোর্সে কি না চড়তো এই মোক্ষ পাওয়া সাধু অথচ ওর আশ্রমে শিষ্যগণ

একবেলা খেতো । আমাকে টেলিপ্যাথিক্যালি গান গেয়ে শোনাতো --

ও মেরি লেডি গাগা ম্যায় তেরি পিছে ভাগা ----

তু অ্যায়সা সং বাজা কে স্পিকার ফাট্ যায়ে !!

শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জীর আদর্শে যেই জনসঙ্ঘ দল তৈরি হয় তা থেকেই আজকের বিজেপি । অথচ এইসব চোর গুন্ডা বদমাইশ ঢুকে পড়ে একে আজ এক সার্কাসে পরিণত করেছে ।

তাই নরেন্দ্র মোদি , লালকৃষ্ণ আদবানীজী ও অমিত শাহ্ মহাশয় প্রমুখরা এবং আরো কিছু প্রকৃত সৎ মানুষ অন্য একটি দল গঠণ করবেন স্থির করছেন । যার পদ্ম দিয়েই নাম হবে হয়ত ।

সেই দলটি আস্তে আস্তে ভালো ও সংঘঠিত হয়ে দেশের উপকার করবে । ভগবানের আশীর্বাদ আছে ওনাদের ওপরে তবে সময় লাগবে সেটা হতে । এদিকে সোনিয়া গান্ধীকে কেউ রাজীব গান্ধীর উইডো বলবেন না । উনি প্রকৃত মা দুর্গা । যখন কেউ পারেনি তখন উনি সাহস করে সদগুরুকে এক্সপোজ করেছেন । রাহুল গান্ধীর

বহুমুখী প্রতিভা । হয়ত সঠিক রাজা নন কিন্তু অন্যদিকে কম যাননা আর মনটাও ওর খুব কোমল ।

কাশেম তো আমার মতন ভিখারির-- বিলিওনেয়র বয়ফ্রেন্ড । এবার ওরই কল্যাণে আমার আরো কিছু ধনবান ব্যাক্তির সাথে পরিচয় হয়েছে যেমন জেফ বেজোজ । উনি আমার সোলমেটও বটে । এখন আমরা বন্ধু ।ওনার এক্স পত্নী ম্যাকেঞ্জি ও পার্টনার লরেন আমার সখী । জেফকে যেরকম হিংস্র ব্যবসাদার বলে প্রজেক্ট করা হয় উনি আদতে সেরকম নন । আর উনি এত ধনী হলেও খুবই সাধারণ জীবন যাপন করেন ও সেন্সিটিভ মানুষ । ও ক্ষুরধার বুদ্ধি ওনার ।

কাল পূর্ণিমা ছিলো । কালকের পূর্ণিমাকে বলা হয় পিঙ্ক মুন । কাল তুলারাশিতে পুর্ণিমা ছিলো । প্রতিটি পূর্ণিমা ও অমাবস্যা কোনো না কোনো রাশিতে হয় । চাঁদ সেইসময় সেই রাশিতে থাকে । অর্থাৎ সেই রাশির ওপর দিয়ে যায় । এক একটি রাশির এক একরকম বৈচিত্র্য । তাই এক একটি পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় এক একধরণের ঘটনা ঘটে । যেমন তুলারাশিতে এই পূর্ণিমা আমাকে

শেখালো যে নিজের মনের শান্তি পেতে নিজের হৃদয়ের গভীর ঢুকে যাও । তাই এই বই লিখেছি । অন্তরের সমস্ত যন্ত্রণা বার করে দিতে । একে পিঙ্ক মুন বলা হয় এইজন্য নয় যে চাঁদের রং গোলাপী । বরং এই সময় উত্তর আমেরিকায় বসন্ত আসতে শুরু করে ও গোলাপী এক ফুল সবে ফুটতে শুরু করে । তাই এই নাম । আবার যখন বৃশ্চিকে পূর্ণিমা হয় তখন গুপ্ত তথ্য বার হয়ে আসে নিজে থেকে । চমৎকার সব জিনিস যা শুনলে ভেল্কি লেগে যায় নিজে থেকে ।

আমি আমার প্রথম প্রেমিককে দেখি সাঁওতালিদের অনুষ্ঠানে । ওরা শেঁয়াল পুড়িয়ে খাচ্ছিলো । বন্য শেঁয়ালটা উল্টো করে মোটা লৌহ দন্ডের সাথে বেঁধে পোড়ানো হচ্ছিলো । আমরা খেলা সেরে দেখছিলাম । তখন আমার ফার্স্ট লাভকে প্রথম দেখি । আমরা দুজনেই তখন টিন এজার । পরে তো ঐ আমাকে রেপ্ করে । অর্থাৎ যেন কসমস্ আমাকে প্রথমদিনই ঈশারার বেল দেয় যে এর সাথে মিশলে এরকম শেঁয়ালের মতন তুমি জ্বলে যাবে । কিন্তু আমি বুঝিনি ।

যেমন ইরানে বৌ, মেয়ে ও পরিবারের সদস্য ব্যাতীত অন্য মেয়েদের গায়ে হাত দিলে সবার সাম্নে চাবুকের ঘা খেতে হয় ও কারাদন্ড হয় কিন্তু শিয়া ধর্মের নবী আয়াতোল্লা বিবাহিত হয়েও অন্য নারীদের আনড্রেস করিয়ে মজা লোটেন । তাই বুঝি নচিকেতা গেয়ে ওঠেন --সারা সমাজটাই হয়ে গেছে সোনাগাছি ।

শান্তিনিকেতনে সোনাঝুরি নয় গিধনিতে আমাদের অনেক জমি ছিলো বাবা ফার্ম হাউজ করবে বলে কেনে পরে মাওবাদীরা নিয়ে নেয় , সেখানে সোনাঝুরি গাছ প্রথম দেখি । রবীন্দ্রনাথ বোধহয় নাম দেন আকাশমণি ।

সেই থেকে পত্রিকার নাম দিই সোনাঝুরি ।

সেখান থেকেই লেখিকা হওয়া আর তাই থেকে বই ও পদ্মশ্রী আর এইসব সাতকাহন । তবে সারাটাজীবনই কালাজাদু আমাকে ঘিরে রেখেছে কারণ প্রমোদ মহাজন জানতো আমি একদিন যোগিনী হয়ে ওকে ধ্বংস করবো তাই ও আমার অধ্যাত্মপথ রোধে ব্রতী হয় ও তার স্ত্রী রেখারাণী অভিমানী আমাকে মারতে উঠে পড়ে লাগে ।

প্রমোদ মহাজন অতীব ইতর প্রকৃতির মানুষ । নেমক হারাম । ইরান থেকে প্লাস্টিক সার্জারি করে ভোল বদলে আবার ভারতে থিতু হলেও ইরানের ক্ষতি করে দেয় একদিন সে । যার জন্য কাশেম সলোমানি দিল্লীতে ইজরায়েলি এম্বাসী আক্রমনের প্লান করেন । কাশেম সোলেইমানি একজন মানুশ নন উনি একটি স্কুল অফ থট , ওনাকে দেখলে মিজাইল ও নিউকরাও সমীহ করে চলে এবং দুনিয়ার ১০০জন টপ মিলিটারি মাইন্ডের মধ্যে উনি আসেন। এছাড়াও যখন হামলাদারের আক্রমণে সৈনিকেরা বিভ্রান্ত তখন উনি ওদের ওপর দিয়ে উড়ে যান প্লেনে করে । ওরা সাহস পায় জেনেরালকে দেখে । উনি এমনই দয়ালু ও ক্যারিজমাটিক ।

সদগুরু ঠিক উল্টো । শত্রু আসছে দেখলে একস্ট্রা চটি ও ভক্তদের জিনিস তুলে নিয়ে কেটে পড়ে সবার আগে ।

শেষে বলি সুচিত্রা সেন, রাণী কর্ণাবতী হিসেবে কিছুদিন রাজ্য শাসন করেন ও শেষে জহরব্রত নেন । শত্রু থেকে বাঁচতে।আর সেই জন্মে চিত্রাভিনেত্রী রূপসী রাইমা সেন **আমার মেয়ে ছিলো** ।

একজন নারীর সমাজে অনেক কিছু দেবার আছে দেহ ছাড়াও । দেহ তো আদিম যুগ থেকে চলে আসছে । এবার অন্য কিছুও সামনে আসুক ! যেমন এক অলিম্পিকের প্রেসিডেন্ট বা সিলেক্টর বলেছেন যে খেলার সময় মেয়েদের আরো অনেক শর্ট ড্রেস পরিয়ে নামাবেন যাতে দেহটি উপভোগ্য হয় ।

কিন্তু আমরা তো খেলা দেখছি , নীল ছবি নয় সেটা হয়ত এই মানুষরূপী পশু ভুলে গেছেন !

গুহ নম:শিবায় এই নামে এখনও অরুণাচল পাহাড়ে গুহা আছে যেখানে রমণ মহর্ষি ছিলেন । এই গুহাতেই ঐ ঋষি থাকতেন । অর্থাৎ আমি ও কাশেম যখন একজন গোটা মানুষ ছিলাম ।

আর তাঁর শিষ্য গুরু নম: শিবায় মানে যে আমার সাদা জার্মান স্পিৎজ হয়ে জন্মায় ও এখন কাশেমের সাথে আছে আমাদের পুত্র হয়ে সে বিরাট সৈনিক হবে আর কাশেমকেও ছাড়িয়ে যাবে । সে অল্প বয়সে রিটায়ার করবে ও সন্ন্যাসী হয়ে যাবে ।

কাশেমকে যখন আমি জিজ্ঞেস করি যে কেন তোমাকে আমি গত জন্মে পেলাম না তখন সে যে উত্তরটা দেয় সেইরকম সুন্দর উত্তর হয়ত আর কোনো প্রেমিক তার প্রেমিকাকে কোনোদিন দেয়নি ।সেটা হল এই যে -- ওয়েল , টুগেদার উই উইল মার্জ ইনটু গড্ ।

আর আমার গত জন্মের ত্রিবাঙ্কুর রয়েল ফ্যামিলি পদ্মনাভ স্বামীর নামে রাজ্য চালাতো অর্থাৎ ভগবান বিষ্ণুর নামে আর নিজেদের পদ্মনাভ দাস বলতো । এখনো পদ্মনাভ স্বামীর মন্দিরে এত সোনা আছে যে তারা দুনিয়ার সবথেকে ধনী হিন্দু মন্দির ও তাদের অর্থের পরিমান ট্রিলিয়ন ডলার এর বেশি ।

তবেই না আমি গার্গী দা গ্রেট ?? কী বলেন ??

আর কোনো কথা হবেনা ।।।

আর নচিকেতার গানের মতন আমরা ভরসা করতে পারি তাহলে ! **হ্যাঁ :: একদিন ঝড় থেমে যাবে , পৃথিবী আবার শান্ত হবে। বসতি আবার**

উঠবে গড়ে --- অন্তত হাজার বছরের জন্য নিশ্চিন্ত হও সবাই । কাশেম এসে গেছে । শান্তির দূত !!!

উই শ্যাল ওভারকাম সামডে ও ডিপ ইন মাই হার্ট আই ডু বিলিভ উই শ্যাল ওভারকাম ফর থাউসেন্ড ইয়ার্স অ্যাট লিস্ট !!

আমি একজন আন-অফিসিয়াল কমিউনিস্ট , জানা আছে কি ??

বইটি ভালোলাগলে মনে মনে

লাইক, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব

করবেন ।

for you are infinite .

All the power is within you.

You can do anything .

Swami Vivekananda.

THE END